ইউনিট ৪

শিখন ও প্রেষণা

ভূমিকা

শিখন মানুষের জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। শুধু মানুষ কেন পশুপাখিদের মধ্যেও এই শিখনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। জন্মের সময় মানুষ অতি সামান্যই প্রবৃত্তিগত ক্ষমতা নিয়ে আসে তারপর তাকে জীবন ধারণের জন্য সব কিছুই শিখতে হয় তবে পশুপাখিদের বেলায় এই শিখনের মাত্রাটা কম। জীবনে শিক্ষা অর্জনের বিভিন্ন উৎস বা সূত্র রয়েছে। যারা এগুলোর প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেয় তারাই সঠিক অর্থে শিক্ষিত হয় উন্নত জীবনের ধারক ও বাহক হয়। তা না হলে মানুষের জীবনমান অনুন্নত ও নিম্নস্তরেই থেকে যায়। শিক্ষার সাথে প্রেষণার এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, শিক্ষার ব্যাপারে যাদের গরজের মাত্রা কম তারাই শিক্ষার দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকে। সুতরাং নতুন কিছু শিখতে হলে অবশ্যই তার প্রতি মনোযোগী হতে হবে, আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে।

শিখন বিদ্যালয়ের প্রাণ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিদ্যালয়ে যারাই অবস্থান করে তাদের লক্ষ্যই থাকে কিছুটা জ্ঞানের প্রসারে সহায়তা করা। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সবারই উদ্দেশ্য হল শিশুদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং এর মাধ্যমে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। শিখন একটি প্রক্রিয়া মাত্র, এই প্রক্রিয়াটা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হওয়ার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। অতএব আপনারা যাতে শিখন সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারেন তার জন্য এই ইউনিটে শিখন প্রক্রিয়া এবং তার সাথে প্রেষণা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটটিকে মোট আটটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ৪.১: শিখন

পাঠ- ৪.২: শিখনের প্রকারভেদ

পাঠ- ৪.৩: মানব আচরণে শিখনের প্রয়োগ

পাঠ- ৪.৪: শ্রেণিকক্ষে বলবর্ধক ও শাস্তি

পাঠ- ৪.৫: বিদ্যালয়ে শাস্তির ব্যবহার

পাঠ- ৪.৬: শিক্ষায় প্রেষণা ও মনোযোগ

পাঠ- ৪.৭: প্রেষণার শ্রেণি বিভাগ

পাঠ- ৪.৮: বিদ্যালয়ে প্রেষণার প্রয়োগ

পাঠ ৪.১

শিখন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিখন বলতে কী বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিখনের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিখনের বিভিন্ন উপাদান বর্ণনা করতে পারবেন।

শিখনের ধারণা

আমরা প্রতিনিয়ত যে বিভিন্ন ধরণের কাজ কর্ম করে থাকি তা কিন্তু আমরা জন্ম থেকেই শিখে আসিনি। ছোট বেলায় প্রথমে মার কোলে বসে শিখেছি তারপর বাড়ির আঙ্গিনায় ছুটাছুটি করে ও পরে স্কুলের সীমানার মধ্যে বন্ধু ও সহপাঠিদের সহায়তায় কত কিছুই না করতে শিখেছি। বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের এই শিক্ষা ও কাজের পরিধি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এগুলির মাধ্যমে আমাদের আচরণে বিভিন্ন পরিবর্তন এসেছে। এগুলির মধ্যে এমন কিছু শিক্ষা আছে যা স্বাভাবিক নিয়মেই বয়সের সাথে সাথে আমরা অর্জন করেছি যেমন, হাটতে শেখা, কথা বলতে শেখা ইত্যাদি; কিছু কাজ আছে যা অপরের কাছ থেকে দেখে বা কষ্ট করে অনুশীলনের মাধ্যমে শিখেছি যেমন, সাঁতার কাটতে বা গাছে চড়তে শেখা, লেখাপড়া শেখা; আবার এমন অনেক কাজ আছে যা আমাদের কেউ শিখিয়ে দেয়নি এবং বলেও দেয়নি তবুও আমরা শিখে নিয়েছি যেমন, কোন কিছুকে ঘৃণা করতে বা ভালবাসতে শিখা ইত্যাদি। অতএব শিখন হল অভিজ্ঞতা বা অনুশীলনের ফলে আচরণের তুলনামূলক স্থায়ী পরিবর্তন।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের শিখনকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় যেমন: (ক) জ্ঞানমূলক শিখন, (খ) অনুভূতিমূলক শিখন এবং (গ) আচরণমূলক শিখন।

শিখনের প্রকারভেদ

জ্ঞানমূলক শিখন হলো কিছু জানা, দেখে বা শুনে বা পড়ে মনে রাখতে পারা। যা আমাদের স্মৃতিতে ধরে রাখতে সক্ষম হই এবং প্রয়োজনের সময় তা পুনরায় স্মৃতিতে টেনে আনতে পারি। যেমন কারো নাম জানা, ইতিহাসের কোন ঘটনা মনে রাখা অথবা বইপত্র পড়ে পরীক্ষার পড়া তৈরি করা। আমাদের শিক্ষার এক দীর্ঘ অধ্যায় এই জ্ঞানমূলক শিখন দ্বারা পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে অনুভূতিমূলক শিখন, এই শিখন হলো আমাদের আবেগ বা অনুভূতির মধ্যে পরিবর্তন আনা যেমন, অন্যায় কাজের প্রতি পাপবোধ জন্মানো, অপ্রচলিত চালচলন বা খাদ্যের প্রতি ঘৃণাবোধ সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি। আমাদের ভাল লাগা, মন্দ লাগা অথবা দৃষ্টিভংগী ও মূল্যবোধগুলি এই অনুভূতিমূলক শিখনেরই অংশ। এই ধরণের শিক্ষার জন্য কোন স্বত:প্রণোদিত প্রচেষ্টা বা বাহ্যিক চাপের প্রয়োজন পড়েনা। তবে সামাজিক প্রত্যাশা ও নিয়মিতভাবে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমাদের মধ্যে এরূপ অনুভূতিমূলক শিখনের সৃষ্টি হয়। তৃতীয়ত, আচরণমূলক শিখন হলো নিজের মধ্যে আচরণগত বা দক্ষতামূলক কোন পরিবর্তন আনয়ন করা যেমন, প্রতিদিন সকালে উঠে দাঁত মাজার অভ্যাস করা, নাচতে বা গাইতে পারা, খেলতে পারা ইত্যাদি।

শিক্ষা লাভের উপায়

শেখাটা যে কেবল শিক্ষক বা অপর কেউ হাতে কলমে আমাদের শিখিয়ে দিবেন তা নয়, বরং অন্যভাবেও তা শিখতে পারি। নিজেরা চেষ্টা করে শিখি, অন্যকে দেখে বা অন্যের কাছ থেকে শুনে শিখি, কখনোবা সমস্যায় ভুগেও শিখি। শেখা মানেই নতুন কিছু আয়ত্ব করা, সেটা যে ভাবেই হোক। যে প্রক্রিয়া মানুষের মধ্যে কাঙ্খিত ও তুলনামূলকভাবে স্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারে তাই শিক্ষা। অতএব শিক্ষার সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক, তা কেবল লেখাপড়ার সাথেই সংশ্লিষ্ট নয় বরং বই-খাতার অনুপস্থিতিতেও শিক্ষা হয়। এধারণার সাথে মিল রেখে বলা যায় যে, সমাজে অশিক্ষিত মানুষ বলে কিছু নেই কারণ তারা অক্ষর জ্ঞানহীন, অশিক্ষিত নয়। যে ব্যাক্তি কোন দিনও স্কুলে যায় নাই তার মধ্যেও এমন অনেক শিক্ষা আছে যা কোন বই বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেও দেওয়া সম্ভব নয়। তাই বলা হয়ে থাকে, মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করে থাকে।

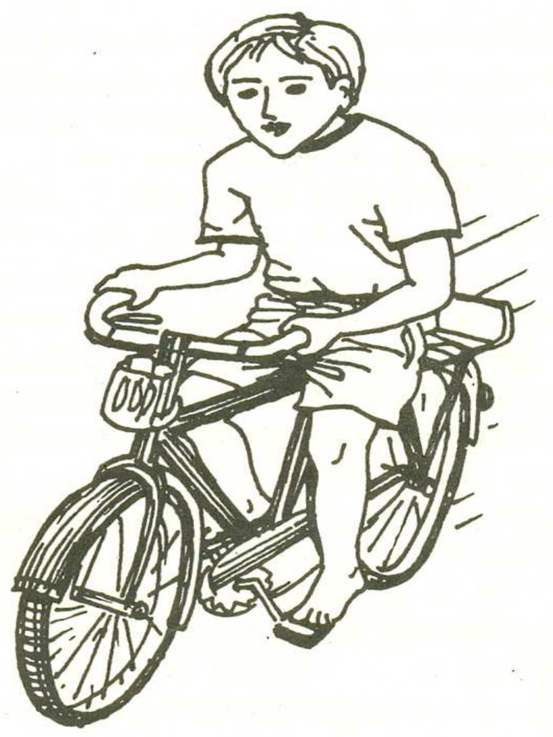

চিত্র ৪.১.১: ছোট শিশু সাইকেল চালাচ্ছে।

শিখনের জন্য পরিপক্কতা

শেখার গোড়াতেই থাকে কতকগুলো ভুল এবং সেগুলো শোধরাতে গিয়েই ক্রমে ক্রমে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। কারণ শিক্ষার সাথে জড়িত রয়েছে পরিপক্কতা। যে শিশু হাটতে শিখে নাই তাকে সাইকেল চালাতে দিলে সে তা পারবেনা। আবার যে মেয়ের গলার সুর এখনো নিখাত হয়নি তাকে দিয়ে তো আর উচ্চাঙ্গ সঙ্গিত গাওয়ানো যায়না। তাই শিক্ষার পূর্বে পরিপক্কতার প্রয়োজন। শারীরিক ও মানসিকভাবে যখন কেউ কোন কাজের উপযোগী হয় তখনই তাকে দিয়ে সেই কাজটি করানো যায়। তাই বলে প্রথমেই সব কাজ কিন্তু নির্ভুলভাবে শেখা হয়না, যেমন হয়না হাটতে, ঘোড়ায় চড়তে বা পড়া মুখস্থ করার সময়। অসংখ্যবার অনুশীলন, মনে রাখার প্রবল ইচ্ছা বা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর কাঠিন্যের মাত্রার উপর নির্ভর করে অনেক সাধ্য সাধনার পর শিক্ষা সম্পন্ন হয়।

একজন ভাল শিক্ষক হওয়ার জন্য শিখনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য জানা আবশ্যক। শিখন কীভাবে সম্পাদিত হয়, তা কীভাবে দীর্ঘস্থায়ী হয় অথবা কোন শেখা বিষয় কী কারণে আমাদের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায় তা জানা থাকলে শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখন বিষয়ক সমস্যাগুলির সমাধান করা খুব সহজ হয়। শিখনের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তার শিক্ষাদান পদ্ধতি। যে বিষয় দক্ষতামূলক তা শিক্ষাদানের জন্য হাতে কলমে পদ্ধতিই বেছে নিতে হবে, বক্তৃতা বা আলোচনার মাধ্যমে এর সুষ্ঠু শিক্ষা সম্ভব হয়না। শিক্ষার যে বিষয়টি ভাবমূলক বা অনুভূতিমূলক পরিবর্তন আশা করে তার ক্ষেত্রে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ বা দলীয় আলোচনার আশ্রয় নিলে শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই পুরো বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। যেমন, নৈতিকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খুব কার্যকর। তথ্যবহুল বিষয়বস্তু যেমন ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়গুলি চর্চা করার জন্য প্রয়োজন প্রচুর অধ্যবসায়। পুস্তক পাঠ, আলোচনা বা বক্তৃতার মাধ্যমে যত বেশি তথ্য শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা যায় ততই ভাল।

শিখন নির্ভর করে কতক উপাদানের উপর

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শিখন বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর তাৎপর্য বহন করে যা বোঝার জন্য শিখনের সহায়ক কতগুলি উপাদান সম্পর্কে ধারণালাভ করা প্রয়োজন। নিচে এই উপাদানগুলি পৃথকভাবে আলোচনা করা হল:

১. পর্যবেক্ষণ: শেখার ক্ষেত্রে এমন কিছু বিষয় আছে যা আয়ত্ব করতে হলে পর্যবেক্ষণই হলো মূল উপাদান, শুনে বা কল্পনায় তা করা যায়না। যেমন, কাপড়ে ফুল তোলার কাজ, কাঠ মিস্ত্রীর কাজ অথবা অনুরূপ কিছু সবই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিখতে হয়। এসব কাজ যত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে তা তত সহজেই শেখা হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি তা নিজে নিজে অনুশীলনও করতে হবে।

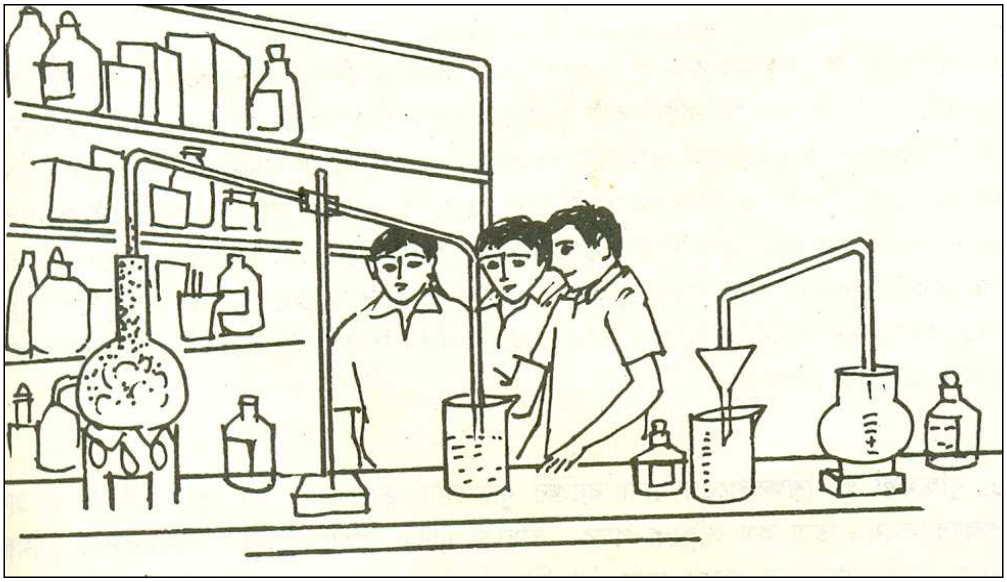

চিত্র ৪.১.২: কয়েকজন শিশু গবেষণাগারে পর্যবেক্ষণ করছে।

২. অনুশীলন: বার বার কিছু করাই হলো অনুশীলন। শিক্ষার ব্যাপারে এর প্রয়োজন অপরিসীম। যে কাজ মাত্র একবার পর্যবেক্ষণ করেই শিখে নেওয়া যায়না তার জন্য অনুশীলন দরকার। যেমন সাইকেল চালানো বা গান শেখার বেলায় হয়ে থাকে। কোন কাজ যত বেশি অনুশীলন করা হবে

শিক্ষাও তত বেশি দীর্ঘস্থায়ী হবে। মনে রাখা দরকার যে, দক্ষতামূলক বিষয় ছাড়াও জ্ঞান ও অনুভূতিমূলক বিষয়েও অনুশীলনের প্রভাব রয়েছে। যেমন একটি কবিতা বার বার পড়ে মুখস্থ করতে হয় এবং সৌন্দর্য চর্চায় বার বার অংশ নিলে মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যবোধের বিকাশ ঘটে।

৩. পুনরাবৃত্তির কাল: কোন বিষয় অনুশীলন করার সময় দুটি প্রচেষ্টার মাঝে কতটা সময় বিরতি দেওয়া হলো তাই হচ্ছে পুনরাবৃত্তির কাল। নতুন জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনের জন্য এটি একটি উৎকৃষ্ট উপাদান। যেমন, ধরা যাক আপনি রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী কবিতাটি মুখস্থ করতে চান, এখন যদি তা করার জন্য প্রথমে একবার কবিতাটি পড়ে কয়েক মিনিট বিরতি দেন আবার তা পড়েন, আবার বিরতি দেন ও পুনরায় পড়েন তাহলে দেখবেন যে খুব সহজেই তা কয়েকবারের মাথায় মুখস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু যদি তা না করে আপনি অনবরত কবিতাটি আবৃত্তি করে যেতেই থাকেন তবে দেখবেন যে, কবিতাটি মুখস্থ করতে বহু সময়ের প্রয়োজন হচ্ছে। আসলে পূণরাবৃত্তির কাল আপনার মনকে নতুন বিষয় আয়ত্ব করতে সাহায্য করবে।

৪. প্রেষণা: প্রেষণার সহজ প্রতিশব্দ হলো গরজ। এই গরজ এমন এক শক্তি যা মানুষকে কোন কাজে নিয়োজিত করে এবং কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে তাড়া করতে থাকে। প্রেষণার সৃষ্টি হয় অভাববোধ থেকে অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যখন কোন কিছুর অভাব বা শুন্যতা সৃষ্টি হয় তখন তা পাওয়ার জন্য আমরা সক্রিয় হয়ে উঠি। শিক্ষার ক্ষেত্রে এর গুরত্ব অপরিসীম। যেমন, কেউ ভাবতে পারে "আমার বন্ধুরা সবাই নদীতে গিয়ে কেমন সুন্দর সাঁতার কাটছে অথচ আমি পারিনা, এবার আমিও শিখবো"। এখানে 'আমিও শিখবো' একটা বিরাট গরজ। তাই এই গরজই তাকে সাঁতার শিখতে উৎসাহিত করবে এবং সাঁতার শেখার পর এই প্রেষণার পরিসমাপ্তি ঘটবে। প্রেষণা ছাড়া কখনোই কোন শিক্ষা সম্পাদিত হয়না।

৫. বলবর্ধক বা সমৃদ্ধকারক: বলবর্ধকের ধারণাটি শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে অনেক পরে সংযোজিত হয়েছে আসলে এটি একটি পুরানো ধারণা। কোন কাজ করার পর যখন লাভজনক কিছু পাওয়া যায় তাকেই বলে বলবর্ধক। যেমন মা তার শিশুটিকে পড়ায় উৎসাহিত করার জন্য বলতে পারেন, "এখন ভালমত পড়লে বিকালে তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবো"। এই প্রলোভন পেয়ে শিশুটি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে বসবে, কারণ এর ফলে বিকালে বেড়াতে যাওয়ার মত একটি পুরস্কার তার সামনে ঝুলছে। বাহ্যিক পুরস্কার ছাড়াও ব্যক্তির আত্মতৃপ্তিও নতুন কিছু শেখার জন্য বলবর্ধক হিসাবে কাজ করতে পারে। শিক্ষার জন্য প্রেষণার মত বলবর্ধকও একটি আবশ্যক উপাদান।

৬. বুদ্ধিমত্তা: শিক্ষালাভের জন্য ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন। যার বুদ্ধি যত প্রখর তার শিক্ষার সময়ও তত কম লাগতে পারে। তাছাড়া বুদ্ধির সাহায্যে অধিত বিষয়বস্তুকে আমরা সহজ ও বোধগম্য করে তুলতে পারি এবং শিক্ষাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারি।

৭. উপযুক্ত বয়স: কোন কোন শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিণমন বা বয়সের দরকার। অর্থাৎ উপযুক্ত বয়স না হলে কোন কিছুই শিখা যায়না। যেমন, তিন চার বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত কোন শিশুর পক্ষেই সাইকেল চলানো সম্ভব না। আবার যার যুক্তি জ্ঞানের বিকাশ ঘটে নাই তাকে দর্শন শেখানো যাবেনা। সুতরাং শিক্ষক হিসাবে আমাদের মনে রাখতে হবে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু যেন শিক্ষার্থীর বয়সানুপাতিক হয়, যদি কোন বিষয় শিশুর বয়সের চেয়ে কঠিন হয় তবে শিশু তা শিখতে পারবেনা আবার তা যদি বয়সের তুলনায় সহজ হয় তবে এরূপ কাজে শিশুর অনীহা দেখা দিবে।

৮. পূর্ব অভিজ্ঞতা: বয়স, বুদ্ধি ও প্রেষণা থাকার পরও কোন কোন নতুন জিনিস শেখার জন্য কিছুটা পূর্ব জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পূর্ব জ্ঞান পরবর্তী শিখনের পক্ষে সহায়ক হয় অর্থাৎ নতুন বিষয় শিখনকে তরান্বিত করে। তা না হলে এর জন্য অধিক সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়।

উলি- খিত উপাদান ছাড়াও শিক্ষার আরো কিছু গৌন উপাদান রয়েছে, এই পাঠ শেষে আপনারা এ ব্যাপারে আরো বেশি জানতে পারবেন।

সারমর্মঃ

আমাদের কৃত বিভিন্ন আচার আচরণের কোন কিছুই আমরা জন্ম থেকে শিখে আসি নাই। নিজের চেষ্টায় অন্যদের সহায়তায় অথবা কখনো অপরের কাজ দেখেও আমরা শিক্ষা লাভ করি। প্রকৃতিগতভাবে শিখনকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, জ্ঞানমূলক, অনুভূতিমূলক ও আচরণমূলক শিখন। শিখন যে ধরণেরই হোক না কেন তার জন্য প্রয়োজন অনেকগুলি উপাদান যেগুলোর এক বা একাধিকটি সম্পাদিত না হলে শিখন সম্পূর্ণ হবে না। এই উপাদানগুলো হল পর্যবেক্ষণ, অনুশীলন, পুনরাবৃত্তির কাল, প্রেষণা, বলবর্ধক, বুদ্ধিমত্তা, উপযুক্ত বয়স ও পূর্ব অভিজ্ঞতা।

পাঠ ৪.২

শিখনের প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিখনের বিভিন্ন ধরণ আলোচনা করতে পারবেন এবং
- বিভিন্ন পাকার শিখনের মধ্যে তুলনা করতে পারবেন।

পূর্ববর্তী পাঠ থেকে আমরা শিখনের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও উপাদান সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছি। বর্তমান পাঠের মাধ্যমে আমরা শিখনের বিভিন্ন ধরণ সম্পর্কে জানব। আসলে শিখন একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং আমরা যা আয়ত্ব করি তা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই অর্জন করি। অতএব শিখনের ধরণ বা প্রকারভেদ বলতে এই প্রক্রিয়ার ধরণকেই বুঝানো হয়েছে। যদিও আমরা সবসময় একই প্রক্রিয়ায় শিক্ষা লাভ করি তবুও মনোবিজ্ঞানীরা এই প্রক্রিয়াকে সবাই একই দৃষ্টিতে দেখেননা। তাদের ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিখনকে প্রধানত চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এখানে সেগুলিই সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

ক. অনুবর্তনমূলক শিখন
খ. করণ শিখণ
গ. প্রত্যক্ষণমূলক শিখন
ঘ. পর্যবেক্ষণমূলক শিখন

অনুবর্তনমূলক শিখনঃ

জৈবিক ক্রিয়া অবলম্বন করে শিখাই অনুবর্তনমূলক শিখন

অনুবর্তন হলো প্রাণীর দেহের একটি জৈবিক ক্রিয়া যার উপর প্রাণীর নিজস্ব কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। যেমন, চোখের উপর তীব্র আলো পড়লে আপনা থেকেই চোখ বন্ধ হয়ে আসে; মুখে খাবার দিলে সাথে সাথে মুখের মধ্যে লালা ক্ষরণ হয় ইত্যাদি। এই সব প্রতিক্রিয়াকে বলে অনুবর্তন বা প্রতিবর্ত ক্রিয়া যা প্রাণীর দেহের এক প্রকার স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া। আমাদের জীবনের অনেক শিক্ষাই এই অনুবর্তনের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। যেমন টক খাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে টকের নাম শুনেই আমাদের মুখে পানি আসে। লোমশ কোন প্রাণীকে দেখে যদি কোন শিশু ভয় পায় তবে দেখা যায় যে অনুরূপ কোন লোমশ খেলনা দেখেও শিশুটি ভয় পাচ্ছে। আবার শিক্ষককে সম্মান দেখাবার জন্য শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে উঠে দাঁড়ায়, এভাবে অভ্যাস করার পর অপর কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এলেও শিশুরা শ্রেণিতে উঠে দাঁড়াবে। এ ধরণের অসংখ্য শিখন রয়েছে যা সাধারণভাবে আমরা অর্জন করি অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। প্যাভলভ নামক একজন রাশিয়ান শরীরতত্ত্ববিদ এই প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে আমাদের সর্বপ্রথম অবহিত করেন। তিনি একটি কুকুরের উপর পরীক্ষা করে দেখান যে, কিভাবে একটি অস্বাভাবিক উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিয়ে কুকুরটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করছে। এই পরীক্ষণটি খুব মজার।

প্যাভলভ প্রথমে একটি কুকুরের লালাগ্রন্থি কেটে তার সঙ্গে একটা আলগা নল জুড়ে দিলেন যাতে মুখে নির্গত লালার পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করা যায়। তারপর কুকুরটিকে গবেষণাগারে বেঁধে তার সামনে একটা ঘন্টা বাজাতে লাগলেন এবং তার কয়েক সেকেন্ড পরেই তাকে কিছু খাবার খেতে দিলেন। দেখা গেল খাবার দেখে কুকুরের মুখে লালা এসে গেল। তার পর দিনও কুকুরটিকে খাবার দেওয়ার আগে ঘন্টা বাজিয়ে খাবার দিলেন। এবারেও কুকুরের মখে লালা আসলো।

এমনিভাবে বহুদিন ধরে একই রকমের অনুশীলন করার পর একদিন প্যাভলভ কেবল ঘন্টাই বাজালেন কিন্তু কোন খাবার দিলেননা। এবার দেখা গেল খাবার ছাড়াই কুকুরের মুখে লালা বেরিয়ে এলো। এই পরীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে খাদ্য ছাড়াও খাদ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন জিনিসের প্রতি প্রাণী প্রতিক্রিয়া করে। এই ধরণের প্রতিক্রিয়াকেই অনুবর্তনমূলক শিখন বলে। প্যাভলভের এই পরীক্ষণটি শিক্ষার জগতে শিখনের সাপেক্ষণ তত্ত্ব নামে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে।

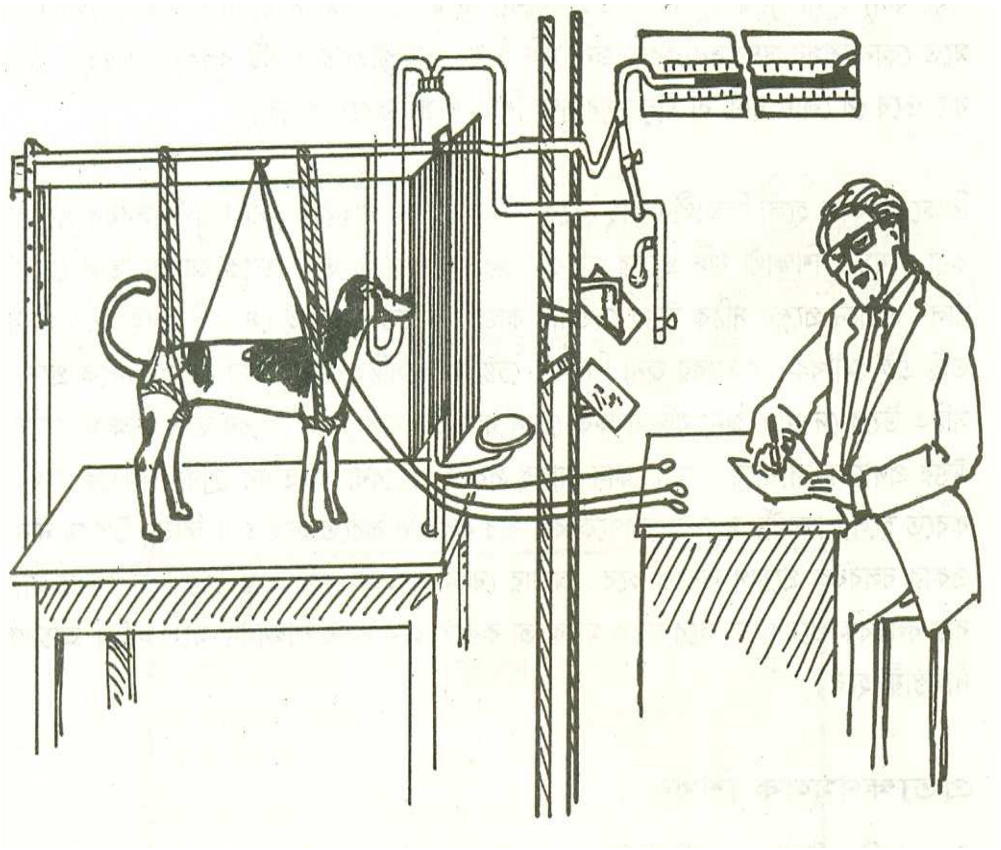

চিত্র ৪.২.১: প্যাভলভের সাপেক্ষীকরণ পরীক্ষা।

করণ শিখন

করণ শিখন প্রাণীর এক প্রকার স্বতস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া

প্রাণী যখন কোন উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেয় তখন সেই সাড়াই হলো তার প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণ। উদ্দীপক ছাড়া এই আচরণ হয়না। কিন্তু বি.এফ. স্কিনার নামক একজন মনোবিজ্ঞানী বলেন যে এই প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণ ছাড়াও আর এক প্রকার আচরণ রয়েছে যা হলো স্বতস্ফূর্ত বা করণ আচরণ। এই আচরণ হলো পরিবেশের প্রতি প্রাণীর স্বতস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া। এখানে কোন উদ্দীপকের প্রয়োজন নেই। করণ আচরণ শেখার প্রক্রিয়াকেও সাপেক্ষণ বলে তবে তা প্যাভলভের সাপেক্ষণ থেকে ভিন্ন। এই প্রক্রিয়ায় কোন উদ্দীপক থাকেনা তবে আচরণ সংঘটিত হওয়ার পর প্রাণীকে পুরস্কার বা বলবর্ধক দেওয়া হয়, যাকে ইংরেজিতে বলে Reinforcement। বলবর্ধক দিলে কোন নির্দিষ্ট আচরণ বার বার সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ এই পুরস্কার বা বলবর্ধক পাওয়ার আশায় প্রাণী একটি আচরণ বার বার করতে থাকে।

স্কিনার তার এই তত্ত্বটি একটি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখান। তিনি এমন একটি ইঁদুরের খাঁচা বানালেন যাতে একটি চাবি ও খাদ্য রাখার একটি ট্রে রয়েছে। চাবিটিতে চাপ দিলেই যান্ত্রিক উপায়ে বাইরে থেকে খাদ্যের একটি টুকরা ভিতরের ট্রেতে এসে পরে। এবার স্কিনার ঐ বাক্সে একটি ক্ষুধার্ত ইঁদুরকে রেখে দিলেন। প্রথমে ইঁদুরটি ভিতরে গিয়েই ছুটাছুটি শুরু করলো তার পর বাক্স থেকে বের হওয়ার জন্য এটা সেটা নাড়া চাড়া করতে করতে এক পর্যায়ে চাবিটিতে চাপ দিল। ওমনি টুপ করে ট্রেতে এক টুকরা খাবার পড়লো। ইঁদুরটি খাবার খেয়ে আবার ঐ একই কান্ড করতে থাকলো। এভাবে কয়েকবার করার পর সে বুঝতে পারলো যে চাবিতে চাপ পড়লেই খাদ্য পাওয়া যায়। যেইমাত্র না তার এই শিক্ষা হলো তারপর থেকেই সে খাদ্যের আশায় অনবরত চাবি চাপতে থাকলো। এখানে চাবিতে চাপ দেওয়া হলো কাজ এবং খাদ্য হলো পুরস্কার, স্কিনার এই ধরণের পুরস্কারকে নাম দিয়েছেন বলবর্ধক। স্কিনারের মতে কোন শিখন সম্পাদন করার জন্য যদি শিখন পরিস্থিতিতে একটি বলবর্ধক অন্তর্ভূক্ত করা যায় তবে যে কোন প্রাণী বা মানুষ খুব দ্রুত শিক্ষা অর্জন করতে পারে।

শিক্ষকের কাজ হলো শিক্ষার্থীর কাছ থেকে সঠিক আচরণ পাওয়ার জন্য যথার্থ বলবর্ধক প্রয়োগ করা। যেমন, শিক্ষার্থী যদি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে তবে তাকে আমরা ‘ভাল ছেলে’ বলি। এখানে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার কাজটি করতে পারলেই সে ভাল ছেলে হতে পারে তাই এই মৌখিক পুরস্কারের জন্য শিক্ষার্থী চেষ্টা করে সঠিক উত্তর দিবে। অপর দিকে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য যদি শিক্ষক কোন বলবর্ধক ব্যবহার না করেন তবে শিক্ষার্থী সঠিক উত্তর প্রদানের ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ প্রকাশ করবেনা। অতএব শ্রেণি শিক্ষাকে সার্থক করতে হলে শিক্ষার্থীর নতুন আচরণকে বার বার বলবর্ধন করতে হবে এবং বিভিন্ন উপায়ে নানা প্রকার বলবর্ধক প্রয়োগ করতে হবে। আবার কোন আচরণ শেখা হয়ে গেলে সে ক্ষেত্রে বার বার বলবর্ধক প্রয়োগ না করে মাঝে মাঝে তা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর মধ্যে সঠিক আচরণ দীর্ঘস্থায়ী হবে।

প্রত্যক্ষণমূলক শিখন

স্মৃতিপটে সৃষ্ট ধারণাই প্রত্যক্ষণমূলক শিখন

উপরে বর্ণিত শিখনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে এই শিখন ব্যাক্তির মধ্যে একটি তুলনামূলক স্থায়ী আচরনিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে অর্থাৎ আমরা শিখনের একটি বহি:প্রকাশ দেখতে পাই। প্রত্যক্ষণমূলক শিখনে এরূপ কোন আচরনিক পরিবর্তন ঘটেনা। যেমন কোন নতুন শহরে ভ্রমন করার সময় আমরা ঐ স্থানের ম্যাপ মনে রাখি এবং ঘুরে ঘুরে যথাস্থানে পৌঁছে যাই। এই শিক্ষার ফলে আমাদের আচরণে কোন পরিবর্তন হয়না বরং স্মৃতিপটে একটি ধারণা সৃষ্টি হয় মাত্র। স্কুলের বহু শিক্ষা, খেলাধূলার নিয়ম কানুন, কোন নতুন উপকরণ ব্যবহার করা ইত্যাদি সবই আমাদের প্রত্যক্ষণমূলক শিখনে পরিবর্তন সাধন করে।

কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষণ করা মানে আমাদের মানসিক পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্দিপনাকে পরিবর্তন করে বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতা অর্জন করা। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, ব্যক্তির প্রত্যক্ষণ তার শিখনের উপর নির্ভর করে। তাই জগতের বিভিন্ন ঘটনাকে সার্থকভাবে প্রত্যক্ষণ করার জন্য শিখন প্রয়োজন। বিশেষ করে ভাষা শেখার ও উচ্চারণ শেখার ক্ষেত্রে এই ধরণের আদর্শ প্রত্যক্ষণ প্রয়োজন। শিক্ষকের দায়িত্ব হলো প্রথম থেকে শিক্ষার্থীর মধ্যে আদর্শ প্রত্যক্ষণের অভ্যাস গঠন করা যা শিক্ষার্থীকে অন্যান্য শিখন ও আত্ম-প্রত্যক্ষণে সহায়তা করবে।

পর্যবেক্ষণজনিত শিখন:

অপরকে দেখে শেখাই হল পর্যবেক্ষণজনিত শিখন

আমরা প্রায় সব কাজই অপরের দেখাদেখি করে থাকি। সামাজিক আচার আচরণ, কোন খেলাধূলা বা পারিবারিক ক্ষেত্রে যা করি তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই করি। এই ধরণের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতাকে পর্যবেক্ষণজনিত শিখন বা Vicarious Learning বলে। মনোবিজ্ঞানী ওকনার একটি গবেষণায় দেখান যে, ছেলেমেয়েরা অপরের আচরণ দেখে নিজেদের করণীয় ঠিক করে নেয়। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষায় মডেলের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে। মডেল যা করবে শিক্ষার্থীও তা করতে চাইবে। মজার ব্যাপার হলো যে, এই শিক্ষায় কোন অনুশীলন বা বলবর্ধকের প্রয়োজন হয়না বরং এক বারের প্রচেষ্টায়ই শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় আচরণ শিক্ষা করতে পারে। সাধারণত নতুন কোন শিক্ষা অর্জন করার জন্য বা পূর্বে অর্জিত শিক্ষা ফিরিয়ে আনা বা পূর্ববর্তী কোন শিক্ষাকে আরো শক্তিশালী করার জন্য পর্যবেক্ষণজনিত শিখন খুবই ফলদায়ক।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই শিখন বহুল প্রয়োগ হতে পারে। যে সব ছেলেমেয়েরা মা বাবার কথা মত চলতে চায়না বা নিজেদের মধ্যে অপ্রত্যাসিত আচরণ তৈরি করে নিয়েছে তাদের বেলায় পর্যবেক্ষণজনিত শিখন বেশ কার্যকর। এক্ষেত্রে শিক্ষার জন্য আদর্শ দল বা মডেল তৈরি করে তার মাধ্যমে এই সব ছেলেমেয়েদের শিখাতে পারলে উপকার পাওয়া যায়।

সারমর্ম:

শিখনকে তার প্রকৃতিগত দিক থেকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- অনুবর্তনমূলক শিখন, করণ শিখন, প্রত্যক্ষনমূলক শিখন ও পর্যবেক্ষণমূলক শিখন। এগুলোর মধ্যে অনুবর্তনমূলক শিখন হল নিরপেক্ষ কোন উদ্দিপকের সাথে প্রাণীর সাধারণ কোন প্রতিক্রিয়াকে সংযুক্ত করা। অপরদিকে করণ শিখন হল বলবর্ধকের মাধ্যমে প্রাণীর কোন আচরণকে বার বার সংঘটিত করা। প্রত্যক্ষণমূলক শিখন আমাদের স্মৃতিপটে এক পরিবর্তন সৃষ্টি করে এবং পর্যবেক্ষণজনিত শিখনে কোন অনুশীলন ছাড়াই আমরা শিক্ষা অর্জন করতে পারি।

পাঠ ৪.৩

মানব আচরণে শিখনের প্রয়োগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিভিন্ন শিখন মতবাদের উল্লেখযোগ্য মৌলিক ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষা ক্ষেত্রে শিখন মতবাদগুলি সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন।

শিখনের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানীরা শিখন প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের এইসব ব্যাখ্যাকে আমরা এক একটি মতবাদ হিসাবে দেখে থাকি। শিখনের মতবাদগুলি যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন প্রাণীর উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিকাশ লাভ করেছে তবুও এটা দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রেই এই মতবাদের প্রকল্পগুলি (অনুমিত সিদ্ধান্ত) মানব শিখনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। যেমন, অনুবর্তনমূলক শিখন ও করণ শিখনের উদ্ভাবিত ধারণাগুলি বহুলাংশেই শ্রেণি শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; একইভাবে পর্যবেক্ষণমূলক শিখন ও প্রত্যক্ষণমূলক শিখন আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও শিক্ষা জীবনেও নিয়মিত ব্যবহার হয়ে থাকে।

অনুবর্তনমূলক শিখনের ব্যবহার

প্যাভলভের অনুবর্তনমূলক শিখনে যে সাপেক্ষণের কথা আমরা জেনেছি শিক্ষা ক্ষেত্রে তার কিছুটা হলেও প্রয়োগ রয়েছে। যেমন, শিশুদের শ্রেণি শৃঙ্খলা শিক্ষা দেওয়ার জন্য সাপেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, শ্রেণিতে ছোট শিশুদের প্রথমে বলে দিন যে, প্রশ্ন শুনেই তারা সাথে সাথে জবাব দিতে পারবেনা বরং যারা উত্তর জানে তারা হাত তুলবে এবং আপনি যাকে বলতে বলবেন সে উত্তর দিবে। এই নির্দেশ অমান্য করে যে সব শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন শুনেই উত্তর দিয়ে দিবে তাদের জন্য আপনি বিভিন্ন রকমের শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেন, যেমন, তাকে আর বলার সুযোগ না দেওয়া অথবা এক মিনিট দাড়িয়ে থাকা ইত্যাদি। এভাবে কয়েকদিন অনুশীলন করালে প্রশ্ন শুনেই শিক্ষার্থীরা হাত তুলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং শ্রেণিতে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। এই শিখনের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে উদ্দীপক সম্পর্কে এক ধরণের সাধারণীকরণ ও পৃথকীকরণের ধারণা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ এক ধরণের উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে করতে অনুরূপ কোন উদ্দীপকের প্রতিও একই ধরণের সাড়া দিতে শিখে। যেমন, মনে করুন কোন গণিত শিক্ষক অত্যন্ত বদমেজাজী, এবং তিনি সব সময় শিশুদের অংকের জন্য মারধর করেন। তা হলে দেখা যাবে যে, শিশুরা প্রথমে ঐ গণিত শিক্ষককে ভয় করতে থাকবে এবং ক্রমে ক্রমে তাদের এই ভয় অংকের প্রতিও স্থানান্তরিত হবে অর্থাৎ গণিত বিষয়টির প্রতিও আগ্রহ হারিয়ে একে ভয় পেতে থাকবে। এই প্রতিক্রিয়াটি হলো গণিত ও গণিত শিক্ষকের মধ্যে এক ধরণের সাধারণীকরণ। এই সমস্যাটি কিন্তু বাংলা বা অন্য কোন বিষয়ের ব্যাপারে ঘটবেনা কারণ ঐসব বিষয়ের শিক্ষক যেহেতু গণিত শিক্ষকের মত বদমেজাজী নয় তাই অন্য বিষয়ের প্রতি এরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটার সম্ভাবনা নেই। এখানে গণিত ও অন্য বিষয়ের মধ্যে শিশুরা অনায়াসেই পার্থক্য করতে পারছে বলে গণিতের মত ভয়টি অন্য বিষয়ের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হয়নি অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে শিশুর মধ্যে উদ্দীপকের পৃথকীকরণ ঘটেছে।

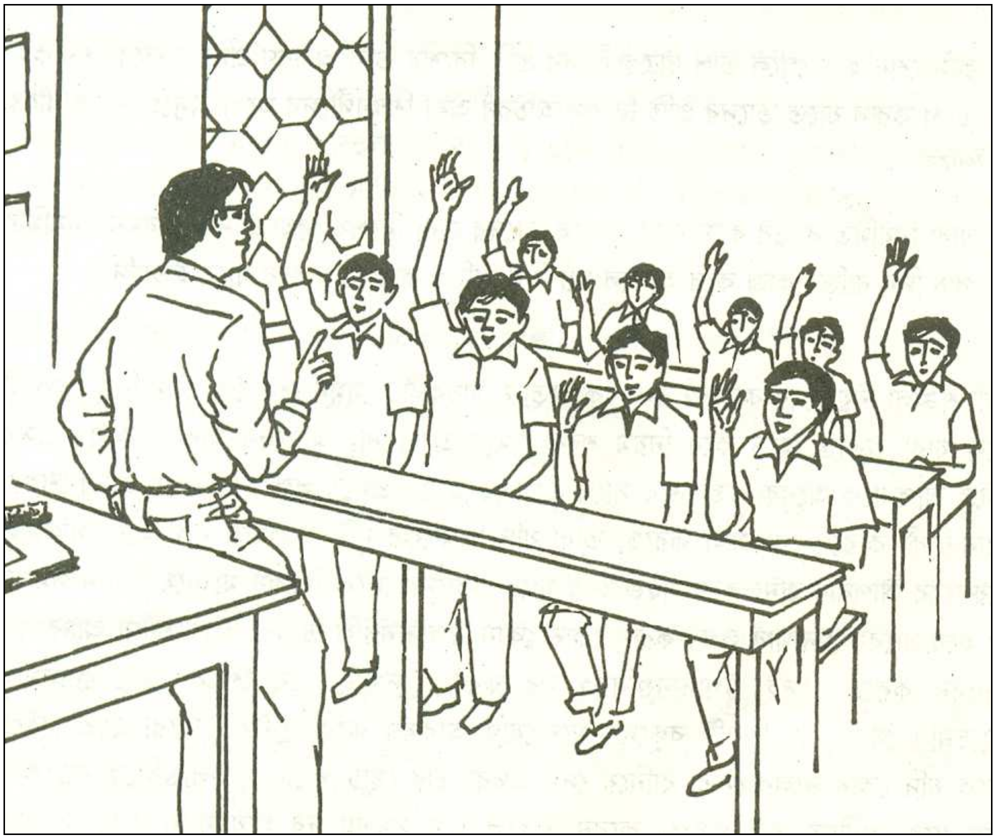

চিত্র ৪.৩.১: শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য হাত তুলেছে।

করণ শিখনের ব্যবহার

শিক্ষা ক্ষেত্রে করণ শিখনের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। করণ শিখনে যে বলবর্ধকের ব্যবহার হয় তা হল আচরণকে শক্তিশালী করার একটি উপায়। সাধারণভাবে দুই রকম বলবর্ধক রয়েছে যেমন, প্রাথমিক বলবর্ধক ও মাধ্যমিক বলবর্ধক। যেসব উপাদান মানুষের মৌলিক চাহিদা মিটাতে সক্ষম সেগুলোকে বলে প্রাথমিক বলবর্ধক। যেমন, খাদ্য, পানি, নিরাপত্তা ইত্যাদি। মাধ্যমিক বলবর্ধক হলো, যেসব উপাদান মৌলিক চাহিদা মিটাতে সক্ষম না হয়েও সেগুলির সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে ব্যক্তির মধ্যে তৃপ্তি জাগায় সেগুলো হল মাধ্যমিক বলবর্ধক যেমন, অর্থ, প্রতিপত্তি, পরীক্ষার নম্বর ইত্যাদি। এইসব বলবর্ধকগুলো বিভিন্নভাবে শ্রেণি শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন।

সাধারণভাবে নিচের পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে আপনি শিশুদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেন। যেমন:

শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির উপায়

- কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারলে শিক্ষার্থীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিন বা তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসুন অথবা তাকে বলুন, "তোমার সাফল্য দেখে আমার খুব ভাল লাগছে"।
- পরীক্ষার খাতায় 'খুব ভাল', 'চমৎকার' বা 'আদর্শ উত্তর' জাতীয় কোন মন্তব্য লিখে দিন।

- বাড়ির কাজ বা পরীক্ষায় খুব ভাল করলে সেই খাতায় উজ্জল রংয়ের কোন স্টিকার সেঁটে দিন যাতে শিক্ষার্থীরা ঐ স্টিকারকে এক ধরণের পুরস্কার বলে গ্রহণ করতে পারে।
- ক্লাস শেষ হয়ে গেলে ভাল ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বিশেষ ভাল আচরণ প্রদর্শন করে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করুন যাতে তাদের প্রতি বিশেষ আচরণ অন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুপ্রেরণা জাগাতে পারে।
- যারা নিয়মিত বাড়ির কাজ করে আনবে তাদের জন্য বিশেষ রেয়াত দিন। যেমন, নিয়মিত পাঁচ দিন বাড়ির কাজ করে আনলে ষষ্ঠ দিন বাড়ির কাজ মাপ হয়ে যাবে ইত্যাদি।

শ্রেণি শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের কাজেও বলবর্ধক অত্যন্ত কার্যকরী। যেমন শ্রেণিতে এমন কিছু শিক্ষার্থী থাকে যারা অত্যন্ত হৈচৈ করে নিয়ম শৃঙ্খলা মানতে চায়না, অন্যদের মারধর করে। এসব ক্ষেত্রে আপনাকে অনেক সতর্কতার সাথে এগোতে হবে। প্রথমে লক্ষ্য করুন যে ঐসব শিশুরা প্রধানত কী কারণে গোলমাল করছে, তারা যদি শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়ে গোলমাল করে তবে আপনার জন্য কাজ সহজ হয়ে যাবে। তাদের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিন সমস্যা দূর হয়ে যাবে। অন্যথায় লক্ষ্য করুন কোন কোন উপাদানগুলি তাদের অশোভনীয় আচরণকে বলবর্ধন করছে। সেই উপাদানগুলিকে দূর করুন, দেখবেন যে শিশুরা আর গোলমাল করছেনা। যেমন, যে শিশুটি বন্ধুদের মনোযোগ আকর্ষণ করে শ্রেণিতে হিরো হতে চাইছে তাকে যদি কোন দলের নেতা বানিয়ে দেন অথবা তার ছোট খাটো সাফল্যগুলিকে বড় করে তুলে ধরে শ্রেণিতে তার প্রসংশা করেন তাহলে তার সমস্যা দূর হয়ে যাবে এবং সে আর গোলমাল করবেনা। এভাবে বিভিন্নভাবে বলবর্ধক ব্যবহার করে আপনি শ্রেণি শিক্ষণের কাজে অনেক বেশি সাফল্য লাভ করতে পারেন।

প্রত্যক্ষণমূলক শিখনের ব্যবহার

আমাদের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রত্যক্ষণমূলক শিখনের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য ইত্যাদি অনেক বিষয়েই আমরা প্রত্যক্ষণমূলক শিখন ব্যবহার করি। যেসব শিক্ষক মুখস্থ বিদ্যার উপর বেশি জোর দেন তার শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষণমূলক শিক্ষার দিক দিয়ে দুর্বল থেকে যায়। এই দুর্বলতা শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশকে ব্যহত করে। তাই শিশুর প্রত্যক্ষণ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার জন্য প্রত্যক্ষণমূলক শিখনের উপর জোর দেওয়া উচিত।

একজন শিক্ষক হিসাবে আপনি নিম্নলিখিত উপায়ে শিশুদের মধ্যে এই যোগ্যতার বিকাশ ঘটাতে পারেন:

- আপনার পাঠ্য বিষয়কে শিশুদের সামনে সমস্যার আকারে তুলে ধরুন এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তার সমাধান দিতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিন এবং এক জন দলনেতার অধীনে অন্যদের শিখতে সাহায্য করুন। এমন ব্যবস্থা করুন যাতে সবাই এক একবার করে দলনেতার দায়িত্ব পালন করতে পারে।
- যে সব বিষয়ের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় সে ক্ষেত্রে কখনোই বক্তৃতা বা অন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করবেননা।
- শ্রেণির পাঠ্য বই ছাড়াও অন্য সাধারণ বই পড়তে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করুন এবং সম্ভব হলে সেসব বইয়ের উপর শ্রেণিতে আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করুন।

পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতির ব্যবহার

পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী পদ্ধতি। বই পড়ে বা আলোচনা শুনে যতটা শেখা যায় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অল্প সময়ে তার চেয়ে অনেক বেশি শেখা সম্ভব। বিশেষ করে প্রাকৃতিক বিষয়ে অধ্যয়ন করার জন্য অবশ্যই পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। এই পদ্ধতি শিশুর দৃষ্টি নৈপূণ্যকে বহুলাংশে বাড়িয়ে তুলে, যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতার বিকাশ ঘটায় এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল যে শিশুর মধ্যে কোন বিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

সুতরাং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করার জন্য আপনি নিচের পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করতে পারেন:

- শিশুদের বিদ্যালয়ের আশপাশের এলাকা পর্যবেক্ষণ করার পরামর্শ দিন এবং সবাইকে একটি করে খাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে বলুন। তারা যা যা দেখবে সব খাতায় লিখে রাখবে এবং দিনের শেষে ফিরে এসে খাতার নোট থেকে রিপোর্ট দিবে।
- কোন বিষয়ে রচনা লিখতে গিয়ে শিশুরা যেন কখনোই তা মুখস্থ না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। বরং যে বিষয়ে রচনা লিখবে তা পর্যবেক্ষণ করে যতটা পারে ততটাই লিখবে।
- ভাষা শিক্ষা, উচ্চারণ বা শারীরিক কসরতের ক্ষেত্রে শ্রেণির এক জনকে মডেল হিসাবে দাড়া করান এবং অন্যদের তাকে অনুকরণ করতে বলুন, এভাবে খুব সহজেই অল্প পরিশ্রমে কঠিন বিষয় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব।

সারমর্ম:

শিখন সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে এই সবগুলিরই চমৎকার ব্যবহার রয়েছে। যেমন, শিশুদের শ্রেণি শৃঙ্খলা শিক্ষা দেওয়া অথবা বিভিন্ন আচার আচরণ শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে অনুবর্তনমূলক শিখনের প্রয়োগ হতে পারে। পাঠে আগ্রহী করার জন্য, প্রশ্ন উত্তর কাজে অংশ নেওয়ার জন্য বা শৃঙ্খলা শিক্ষা দেওয়ার বেলায় করণ শিখন ব্যবহার হতে পারে। শ্রেণিতে সৃজনশীল বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রত্যক্ষনমূলকপদ্ধতি এবং প্রাকৃতি পরিবেশ থেকে দেখে শিখার জন্য পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার হতে পারে। অতএব বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতি রেখে এবং শিশুদের বয়স ও মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষক কোন এক বা একাধিক পদ্ধতি বিবেকচনা করে শ্রেণিতে পাঠদান করবেন।

পাঠ ৪.৪

শ্রেণিকক্ষে বলবর্ধক ও শাস্তি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বলবর্ধকের ধারণা ব্যাক্ত করতে পারবেন এবং এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বলবর্ধকের শ্রেণিবিভাগ ও শ্রেণিকক্ষে তা যথাযথ উপায়ে প্রয়োগ করতে পারবেন;
- শাস্তির মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে এবং যথাযথ উপায়ে তা শ্রেণিতে প্রয়োগ করতে পারবেন।

বলবর্ধক

বলবর্ধক শব্দটি আমাদের কাছে নতুন মনে হলেও আসলে ব্যাপারটি মোটেও নতুন নয়। আমরা সবাই স্কুলে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের কথা জানি। এ দিন ভাল ভাল ছাত্র-ছাত্রীগণ তাদের কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার পায়, নানা রকম আকর্ষণীয় জিনিস যেমন, বই-পত্র, কলম, নানাবিধ ব্যবহার্য সামগ্রী ইত্যাদি উপহার দিয়ে স্কুল তাদের সাফল্যকে স্বীকৃতি দেয়। এভাবে পুরস্কারের মাধ্যমে স্কুল শিক্ষার্থীদের আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করে। এছাড়াও স্কুলে নিয়মিতভাবে নানা রকম খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা ও পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়াও এক রকম বলবর্ধক। পড়াশুনার পাশাপাশি এসব সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম চালাবার উদ্দেশ্য হল যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের অধ্যয়নের কাজে আগ্রহ পায় এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

বলবর্ধক শিশুর আচরণকে শক্তিশালী করে

যখন কোন শিক্ষার্থী কাজে সাফল্য লাভ করে অথবা শিক্ষকের কথা মত চলে তখন শিক্ষক খুশি হয়ে তাকে এমন কিছু বলেন বা উপহার দেন যা ঐ শিক্ষার্থীর নিকট আনন্দের ব্যাপার হয়, সেই কাজকেই পুরস্কার বা বলবর্ধক বলে। পুরস্কার বা আনন্দদায়ক কোন উপাদান ছাড়া কেউ কিছু শিখতে চায়না। শ্রেণিতে যদি ছেলেমেয়েদের কিছু শেখাতে চান তবে তাদের আনন্দদায়ক কিছু উপহার দিন। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এ ধরণের পুরস্কারকে বলে বলবর্ধক। অর্থাৎ যা ব্যবহার করে ব্যক্তির কোন না কোন আচরণকে শক্তিশালী করা যায় বা নির্দিষ্ট আচরণকে প্রয়োজনের সময় সংঘটিত করা যায়।

বি. এফ. স্কিনার নামক একজন আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী সর্বপ্রথম এই বলবর্ধকের ধারণা দেন। তিনি এই ধারণা প্রবর্তনের জন্য ইঁদুর নিয়ে একটি বিশেষ পরীক্ষা করেন। পরীক্ষণটি পাঠ ২-এ বর্ণনা করা হয়েছে। তবুও বোঝার সুবিধার্থে আবারো তা উল্লেখ করা হল। তাঁর পরীক্ষণটি ছিল একটি বিশেষ ধরণের বাক্স ও ক্ষুধার্ত ইঁদুর নিয়ে। বাক্সটি তিনি এমনভাবে তৈরি করলেন যাতে বাক্সের গায়ে একটি চাবি ও পাত্র রাখা ছিল। একটি বিশেষ উপায়ে চাবিটিতে চাপ দিলে বাক্সটির বাইরে থেকে যান্ত্রিক উপায়ে এক টুকরা খাবার আপনা আপনি এসে বাক্সের ভিতরের পাত্রে পড়বে। এবার স্কিনার বাক্সে একটি ক্ষুধার্ত ইঁদুরকে ছেড়ে দিলেন। দেখা গেল ইঁদুরটি প্রথমে বাক্স থেকে বার হওয়ার জন্য ছুটাছুটি শুরু করলো কিন্তু সেখান থেকে সে বের হতে পারছিলোনা। এক পর্যায়ে বিভিন্ন জিনিস নাড়াচাড়া করতে করতে ইঁদুরটি হঠাৎ বাক্সের চাবিটিতে চাপ দিল আর অমনি বাইরে থেকে পাত্রে একটি খাদ্যের টুকরা এসে পড়ল। ইঁদুরটি খাদ্য খেয়ে আবার ছুটাছুটি

করতে লাগল এবং একইভবে আবার হঠাৎ করে চাবিটিতে চাপ দেওয়ার ফলে আবার খাদ্য চলে আসলো। এভাবে কয়েকবার চেষ্টার ফলে যখন বার বার খাবার পাওয়া যাচ্ছিল তখন সে বুঝতে পারল যে আসলে চাবিটিতে চাপ দিলেই খাদ্য পাওয়া যায়। এখানে চাবিতে চাপ দেওয়ার সাথে খাদ্য পাওয়ার সম্পর্ক আবিষ্কার করাই হলো শিখন। প্রাণী যখন এই শিক্ষাটি অর্জন করে ফেললো তখন কেবল খাদ্য পাওয়ার জন্যই ইঁদুরটি বাক্সে গিয়ে প্রথমেই চাবিটিতে চাপ দিয়ে পরীক্ষা করতে থাকল। এখানে ইঁদুরের জন্য খাদ্য হল বলবর্ধক বা Reinforcement।

সুতরাং বলবর্ধক হল শিখন পরিস্থিতিতে এমন কোন উপাদান যার উপস্থিতিতে প্রাণীর বিশেষ কোন আচরণ বার বার সংঘটিত হয়। এধরণের উপাদানকে বলে ধনাত্মক বলবর্ধক। এছাড়া শিখন পরিস্থিতিতে আর এক ধরণের উপাদান যোগ করা যেতে পারে যার উপস্থিতিতে প্রাণীর আচরণ সংঘটনের সম্ভাবনা কমতে থাকে। এই রকম উপাদানকে বলে ঋণাত্মক বলবর্ধক। যেমন, চাবিতে চাপ দিলে যদি ইঁদুরের গায়ে ঠান্ডা পানি ছিটিয়ে দেওয়া হয় তবে দেখা যাবে কয়েকবার অনুশীলনের পর ইঁদুরটি আর চাবিতে চাপ দিচ্ছে না। এখানে পানি ছিটানো ব্যাপারটি হল ইঁদুরের জন্য ঋণাত্মক বলবর্ধক।

স্কিনারের বলবর্ধনের ধারণাটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদের বাস্তব জীবনে নানাভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যেমন, একজন শ্রমিক সারাদিন অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে অবশেষে তার মজুরি পাওয়ার আশায়। কর্মচারীরা সারা মাসব্যাপী পরিশ্রম করে তাদের বেতন পাওয়ার আশায়। একইভাবে শ্রেণিতে শিশুরা শিক্ষকের কথামত কাজ করে নিজের প্রশংসা শোনার আশায়। আবার শ্রেণিতে একটি উপাদান ঋণাত্মক বলবর্ধক হিসাবে কাজ করে যখন শিক্ষক বলেন যে, যারা গোলমাল করবে তাদের ক্লাসে দাড়িয়ে থাকতে হবে। তাই শাস্তি পাওয়ার ভয়ে অনেক শিশু শ্রেণিতে গোলমাল করা থেকে বিরত থাকে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে এই বলবর্ধনের ধারণা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে ব্যবহার করা যায়। নিচের উদাহরণগুলি লক্ষ্য করুন।

মৌখিক পুরস্কার প্রদানের উপায়

- শিশুরা ভাল কাজ করলে তাদের প্রশংসা করুন যেমন, চমৎকার, খুব ভাল, খুব সুন্দর, কখনো কখনো সবার সামনে তার গুন বর্ণনা করুন।
- শ্রেণির দুর্বল শিক্ষার্থীরা যখনই কোন কাজ সম্পন্ন করবে তখনই তার প্রশংসা করুন তবে প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রেই প্রশংসা করবে না, মাঝে মাঝে প্রশংসা করুন।
- মেধাবী শিক্ষার্থীর বেলায় ছোট খাট বিষয়ে প্রশংসা করার প্রয়োজন নেই বরং কঠিন সমস্যা সমাধান করতে পারলে তবেই তাদের প্রশংসা করুন।
- শ্রেণি নিয়ন্ত্রণের জন্য কখনো কখনো আগে ছুটি দেওয়া বা যারা শিক্ষকের কথা শুনবে তাদের বাড়ির কাজ মাফ করে দিন।
- বার্ষিক অথবা সম্ভব হলে ছয় মাস পর পর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান করুন এবং যথাসম্ভব অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে তাদের বিভিন্নমুখী কাজের জন্য পুরস্কৃত করুন।

আপনি কীভাবে পুরস্কার নির্বাচন করবেন

- যে সব উপকরণ শিশুরা খুব পছন্দ করে কেবল তাই পুরস্কার হিসাবে নির্বাচন করুন।
- অনেক কর্মতৎপরতা যেমন, বাগান করতে দেওয়া, বেড়াতে নেওয়া, গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে দেওয়া ইত্যাদি পুরস্কার হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।
- যেভাবেই পুরস্কৃত করুন না কেন তা অবশ্যই প্রকাশ্যভাবে করবেন।

আমাদের সবার কাছেই পুরস্কারের ধারণা খুব স্পষ্ট তবে আমরা এর কিছু মনোবৈজ্ঞানিক দিক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নই। আমরা বিভিন্ন সময় শিক্ষার্থীদের নানাভাবে পুরস্কৃত করে থাকি। তবে আমরা জানিনা যে পুরস্কার কিভাবে দিতে হয়। অনেক সময় পুরস্কার দেওয়ার ভুলের জন্য তার কোন উপকার পাওয়া যায়না অথবা পুরস্কার মানুষকে বিপথগামীও করে। শ্রেণিতে শিক্ষক এই ধারণা কাজে লাগিয়ে অনেক উপকার পেতে পারেন। নিচে বলবর্ধক ব্যবহারের কতগুলি বাস্তব উদাহরণ প্রদান করা হল।

উদারহণ- ১

শ্রেণি শৃঙ্খলার ব্যাপারে যখন শিশুদের কিছু বলবেন তখন আইন মানার সুফল ও আইন না মানার কুফল দুটোই তাদের বুঝিয়ে বলুন। যেমন, “কাল যদি তোমরা সবাই বাড়ির কাজ নিয়ে আস তবে পরশু সবার জন্য বাড়ির কাজ মাফ করা হবে।”

উদাহরণ- ২

যদি শিশু সত্য কথা বলে তবে তার পুরস্কার হিসাবে শিশুকে তার ব্যর্থতা অতিক্রম করার জন্য একাধিকবার সুযোগ দিন। যেমন, “রতন, তুমি পরীক্ষার সময় আরিফের খাতা দেখে লিখেছো, এই অপরাধ স্বীকার করার জন্য তোমাকে দ্বিতীয় বার পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হল”।

সারমর্মঃ

বলবর্ধক শব্দটি তুলনামূলকভাবে নতুন হলেও এর ব্যবহার বহুদিন থেকেই আমাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। শিক্ষার্থী বা কোন শিশুকে তার ভাল কাজের জন্য যখন কোন পুরস্কার দেওয়া হয় তখনই তাকে বলবর্ধক বলা যায়। স্কিনার সর্ব প্রথম এই ধারণার প্রবর্তন করেন। বলবর্ধক দুই প্রকার হতে পারে। যেমন, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক। যখন প্রাণী কোন কাজ করে সুখকর কিছু পায় তাকে ধনাত্মক বলবর্ধক বলে আর যখন কোন কাজ করে প্রাণী কোন কষ্টদায়ক পরিস্থিতি থেকে প্রণা বাচায় তাকে ঋণাত্নক বলবর্ধক বলে। বস্তুগত কোন উপাদান ছাড়াও মৌখিকভাবেও এই বলবর্ধক প্রদান করা যয়। শিক্ষকগণ বিভিন্ন উপায়ে মৌখিকভাবে শিক্ষার্থীদের এই বলবর্ধক প্রদান করতে পারেন।

পাঠ ৪.৫ বিদ্যালয়ে শাস্তির ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শাস্তি বলতে কী বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- শাস্তি প্রদানের শ্রেণি বিভাগ আলোচনা করতে পারবেন;
- শ্রেণিকক্ষে যথাযথ উপায়ে শাস্তি প্রদান প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে পারবেন।

শিক্ষা ব্যবস্থায় শাস্তি

আগে মনে করা হতো যে, ভাল শিক্ষা দিতে হলে শিক্ষার্থীকে সব সময় চাপের মধ্যে রাখতে হবে, প্রয়োজনে তাকে শাস্তি দিতে হবে, অর্থাৎ হাত থেকে বেত ফেলে দেওয়া চলবেনা। তখন ধারণা করা হতো শাস্তি প্রয়োগ ছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্ভব নয়। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের মতে এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ অচল। শিক্ষা অর্জন মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা সুতরাং শেখার প্রয়োজন হলে তারা নিজেরাই তা শিখবে, এর জন্য শাস্তি দিয়ে শিখতে বাধ্য করা আদৌ সমীচিন নয়। তবে শিক্ষাকে তরান্বিত করার জন্য যেমন পুরস্কার বা বলবর্ধক ব্যবহার করা যায় তেমনি শাস্তি দিয়েও অনুরূপভাবে শিক্ষাকে তরান্বিত করা যায়।

যখন কোন শিক্ষার্থী শ্রেণিতে ভীষণ গোলমাল করে সে কিছুতেই শিক্ষকের কথা শুনতে চায়না তখন তাকে গোলমাল করা থেকে বিরত করার জন্য এক রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করা যায়। শ্রেণিতে এরূপ শিশুদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের পছন্দনীয় এমন কোন কাজ করতে দিন যাতে তারা গোলমাল করা থেকে বিরত থাকে। আর যদি তাতেও কাজ না হয় তবে এমন কিছু শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেন যা শিশুকে তার অবাঞ্ছিত কাজ থেকে বিরত করতে পারে। যেমন, নিষেধ করা সত্বেও যদি কোন শিক্ষার্থী গোলমাল করে তবে ছুটির পর তাকে একটি কক্ষে দশ থেকে পনেরো মিনিট বন্দী করে রাখা যায় অথবা দুই পৃষ্ঠা হাতের লেখা লিখতে দিন অথবা শ্রেণির বাইরে এক ঘন্টা দাড় করিয়ে রাখুন। নিয়মিতভাবে এ শাস্তি দিতে থাকলে ক্রমেই শিশুদের গোলমালের প্রবণতা কমে যেতে বাধ্য। শিশুর কোন কাজের পরিনতি হিসাবে যদি এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যা শিশুকে অনিচ্ছা সত্বেও সহ্য করতে হয় তবেই তাকে শাস্তি বলা যায়।

শাস্তি প্রদানের নীতিমালা

সাধারণভাবে বিদ্যালয়ে যেসব সমস্যা দেখা যায় তা তুলনামূলকভাবে লঘু অপরাধ কিন্তু এগুলি থেকেই পরবর্তীকালে গুরুতর অপরাধের সৃষ্টি হতে পারে। অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে বা প্রাথমিক পর্যায়েই কৌশলে বা শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে তা নির্মূল করতে হবে। সাধারণত ঋণাত্মক বলবর্ধকের সহায়তায় বা শাস্তির আশ্রয় নিলে শিশুদের এসব সমস্যা দূর করা যায়। শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে মনে রাখতে হবে যে, শাস্তি দেওয়ার জন্যই শাস্তি নয় বরং যে শাস্তি দিয়ে সুফল পাওয়া যাবে কেবল সেই শাস্তিই ব্যাবহার করা উচিৎ তা না হলে শাস্তির পরিনতি ভালর চাইতে খারাপই বেশি হতে পারে। অতএব শাস্তি প্রয়োগের চাইতে শাস্তি পরিহার করাটাই উত্তম পন্থা। শ্রেণিতে

শাস্তি পরিহার করার কতগুলি পদ্ধতি এখানে বর্ণনা করা হল, আপনি ইচ্ছা করলে খুব সহজেই এই উপায় অবলম্বন করে শাস্তি প্রদান ছাড়াই শ্রেণিতে সুফল পেতে পারেন। যেমন:

- বিদ্যালয়ে সমস্যা তৈরি হওয়ার পূর্বেই তা প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হন যাতে শাস্তি প্রদান ছাড়াই আপনি সমস্যার সমাধান করতে পারেন,
- আপনি যখন শ্রেণিতে পাঠদান করেন তখন সব সময় অপরাধপ্রবণ শিশুদের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখুন, তাদের চোখে চোখ রেখে কথা বলুন এতে তারা অপরাধ করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত হবে,
- শ্রেণির অপরাধপ্রবণ শিশুদের প্রতিটি ভাল কাজের প্রশংসা করুন,
- শ্রেণিতে পরোক্ষভাবে অপরাধপ্রবণ শিশুদের জন্য সাবধান বাণী উচ্চারণ করুন যাতে তারা অপরাধ থেকে বিরত হয়। যেমন, পরীক্ষার সময় কেউ অন্যের খাতা দেখে লিখলে বলুন, "তুমি নিজে নিজে লিখ"। কখনো বলবেননা, "তুমি অন্যের খাতা দেখে লিখবেনা",
- শিশুদের একই অপরাধের জন্য বার বার সাবধান করুন,
- কাউকে যদি শাস্তি দিতেই হয় তবে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে তা করুন,
- শাস্তির ধরণ অবশ্যই হালকা ও বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিৎ,
- প্রকাশ্যে এমন কোন শাস্তি দিবেন না যাতে অন্যের সামনে শিশুর মর্যাদা হানি হয়।

শাস্তি প্রদানের ধরণ- ১ঃ

"নিকুঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ইংরেজি ব্যাকরণ শিক্ষক ছিলেন খুব বদমেজাজী তিনি তার ছাত্র-ছাত্রীদের সবসময় মারধর করতেন। ব্যাকরণের কোন পড়া বুঝিয়ে দিয়েই তিনি মনে করতেন যে শিক্ষার্থীরা তা বুঝে নিয়েছে এবং তারপর তিনি নতুন পড়া ধরতেন, না পারলেই সবাইকে অসহ্য অত্যাচার সইতে হতো। যারাই এ কাজে ব্যর্থ হতো তাদের ভাগ্যেই পড়ত চড়, থাপ্পড় বা বেত্রাঘাত। এমনি করে কিছু দিন যাওয়ার পর দেখা গেল যে, ঐ স্কুলের অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা ইংরেজি ব্যাকরণকে ভয় পেতে শুরু করেছে। ক্রমে ক্রমে লক্ষ্য করা গেল যে, যারাই ঐ স্কুল থেকে পাশ করছে তারা সবাই ইংরেজিতে কাঁচা থেকে যাচ্ছে, নয়ত বা ইংরেজিকে ভীষণ ভয় পাচ্ছে।" আসলে এই ঘটনা থেকে যা পাওয়া যায় তা হলো ঐ অত্যাচারী শিক্ষকের কারণেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে ইংরেজি ভীতি সৃষ্টি হয়েছে। অনাবশ্যক শাস্তি প্রদানের ফলেই এরূপ সমস্যা দেখা দিতে পারে।

শাস্তি প্রদানের ধরণ- ২ঃ

"শান্তিপুর গ্রামের একটি প্রাথমিক স্কুল খুব সুন্দর গ্রামীন পরিবেশে অবস্থিত। সেখানকার প্রধান শিক্ষক অত্যন্ত সদালাপী ও হাসি খুশী মানুষ। তিনি সব শ্রেণিতে গণিত পড়ান। তার পড়ানটা এত সুন্দর যে একবার অংক দেখিয়ে দেওয়ার পর সবাই তা মনে রাখতে পারে। প্রধান শিক্ষক সাহেব রোজ তার শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ দিয়ে দেন ও পরের দিন তা খুটিয়ে খুটিয়ে দেখেন। যারা বাড়ির কাজ করে আনতে পারেনা তিনি তাদের শাস্তিস্বরূপ ছুটির পর বসিয়ে রেখে দ্বিগুন কাজ করিয়ে নেন। রোজ রোজ এমন করার ফলে দেখা গেল যে শিক্ষার্থীরা তাঁর সব কাজ নিয়মিত বাড়ি থেকে তৈরি করে আনছে এবং গণিত পরীক্ষায়ও তারা খুব ভাল করছে। এই স্কুল থেকে যারা পাশ করে যাচ্ছে তারাও উপরের শ্রেণিতে কেউ গণিতে আর খারাপ করছেনা।" শিক্ষকের স্বহৃদয়তা ও শিক্ষা প্রদানের জন্য অভিনব শাস্তি শিক্ষার্থীদের শিখনের পক্ষে সহায়ক উপাদান হিসাবে কাজ করেছে।

যে সব কাজের জন্য আপনি শিশুদের শাস্তি দিতে পারেন:

- শ্রেণিতে কথা বলা বা পাঠদানের সময় মনোযোগ না দেওয়ার জন্য।
- বন্ধুদের সাথে মারামারি করার জন্য।
- অন্যের জিনিস ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য।
- মিথ্যা বলা বা কারো সাথে প্রতারণা করার জন্য।
- বাড়ির কাজ বা পড়া তৈরি করে না আনার জন্য।
- বিদ্যালয়ের বা অপর কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করার জন্য।
- আইন অমান্য করার জন্য।

সারমর্ম:

শাস্তি প্রদান বিদ্যালয়ের একটি চিরাচরিত ব্যবস্থা কিন্তু সবসময় শাস্তি সুফল বয়ে আনতে পারে না। শিশুর কোন কাজের পরিনতি হিসেবে যখন তাকে কষ্টদায়ক কোন ফল অনিচ্ছা সত্ত্বেও বরণ করে নিতে হয় তাকেই শাস্তি বলে। শাস্তি প্রদানের কতগুলি নীতিমালা রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। যেমন- শ্রেণির অপরাধপ্রবণ শিশুদের প্রতি সর্বদা নজর রাখা, ভাল কাজে তাদের প্রশংসা করা, সমস্যাজনিত আচরণের জন্য সাবধান বাণী উচ্চারণ করা, অপরাধ সংঘটনের সাথে সাথেই শাস্তি প্রদান ইত্যাদি।

পাঠ ৪.৬

শিক্ষায় প্রেষণা ও মনোযোগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রেষণা বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- প্রেষণার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেষণা ও মনোযোগের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

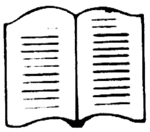

আজকাল শিক্ষার ব্যাপারে একটা কথা প্রায়ই শুনে থাকি যে, শিশুদের লেখাপড়ায় মন নেই, তারা বড়দের কথা শুনতে চায়না, অথবা লেখাপড়ার বদলে সারাক্ষণ কেবল হৈহুল্লোড় করে বেড়ায়। এজাতীয় অভিযোগের মূলে রয়েছে লেখাপড়ার প্রতি শিশুদের আগ্রহের অভাব অথবা হৈহুল্লোড়ের প্রতি তাদের প্রবল আগ্রহ। এখানে আগ্রহ শব্দটি মনোবৈজ্ঞানিক প্রেষণা বা গরজের সমার্থক। শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে যে বিষয়টি অধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় তা হল প্রেষণা। প্রেষণা বলতে একটি বিশেষ মানসিক অবস্থা বুঝায় যা ব্যাক্তিকে কোন কাজ করতে উৎসাহ যোগায় বা তা করে শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটানা প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রাখে।

প্রেষণা মানুষকে কাজে উদ্বুদ্ধ করে

মনোবিজ্ঞানে প্রেষণা শব্দটিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। প্রেষণা এমন একটি অবস্থাকে বুঝায় যা মানুষকে কোন আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে বা তাকে ঐ আচরণের দিকে চালিত করে। সেজন্যই প্রেষণাকে আচরণের চালিকা শক্তি বলে। যে কাজ ব্যক্তির কোন ইচ্ছাকে পুরণ করতে সমর্থ হয় সে ঐ কাজটিই করতে উৎসাহ বোধ করবে। সুতরাং দেখা যায় যে, প্রেষণা ব্যক্তির আচরণে বৈচিত্র সৃষ্টি করে এবং সময় ও স্থান বিশেষে কোন কোন আচরণের সংঘটনের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়।

প্রেষণা সৃষ্টির মূলে রয়েছে কোন কিছুর অভাব, এবং সেই অভাব দূর করার জন্য ব্যক্তির মধ্যে এক ধরণের শক্তি বা তাড়নার সৃষ্টি হয় যা তাকে ঐ অভাব পুরণ করার লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়। তাছাড়া অভাব সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে তার মধ্যে অভাব পুরণের উপায় সম্পর্কে একটি ধারণা সৃষ্টি হয়, একে বলে উদ্দেশ্য। অতপর সে ঐ উদ্দেশ্যমূলক আচরণ করে অভাব পুরণ করে অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তু অর্জন করে। প্রাণীর জীবনে প্রেষণার এই অবস্থাগুলিকে ধারাবাহিকভাবে সাজালে নিম্নরূপ একটি চিত্র পাওয়া যায়, একে বলে প্রেষণার চেইন বা শিকল। আবার এই শিকলকে চক্রাকারে সাজালে যা পাওয়া যবে তা হল প্রেষণা চক্র।

চাহিদা → তাড়না → উদ্দেশ্য → আচরণ → লক্ষ্যঅর্জন → চাহিদার পরিসমাপ্তি →

প্রেষণা একটি অবিরাম প্রক্রিয়া কারণ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রাণীর অভাববোধ থেকেই যায়, তা কখনো শেষ হয়না। অতএব এক প্রেষণার পরিসমাপ্তি হলে অপর প্রেষণার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ মানুষ আবার আর একটি প্রেষিত আচরণের জন্য সক্রিয় হয়। এভাবে তার জীবন ব্যাপী কোন না কোন প্রেষিত আচরণ চলতেই থাকে।

প্রেষণার বৈশিষ্ট্য

মানুষের মধ্যে যেকোন আচরণ সংঘটিত হলেই যে তা প্রেষিত হবে তা বলা যায় না। কারণ সব আচরণই প্রেষিত না হয়ে অন্য কিছু হতে পারে। প্রেষিত আচরণ হওয়ার জন্য যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে যদি সেগুলি আচরণের পেছনে না থাকে তবে তাকে প্রেষিত আচরণ বলা যাবেনা। নিচে প্রেষণার এই বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করা হল:

১. **ব্যক্তিগত চাহিদা থেকেই প্রেষণার সৃষ্টি:** ব্যক্তি নিজে থেকেই কোন কিছুর অভাব বোধ না করলে তার মধ্যে কোন প্রেষণার সৃষ্টি হবেনা। তবে এই অভাববোধ স্বয়ংক্রিয়ভাবেও নিজের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে অথবা বাহ্যিক চাপের ফলেও তা হতে পারে। যেমন, ব্যক্তি যখন অনুভব করে যে তার ক্ষুধা পেয়েছে তখনই সে খাদ্যের সন্ধানে বের হবে।

২. **প্রেষিত আচরণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়:** প্রেষণা মানুষ বা প্রাণীকে কোন বিশেষ কোন লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে। অর্থাৎ সে কী করতে চায় সে ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে যেমন, ক্ষুধা বোধ করলে মানুষ কেবল খাদ্যেরই সন্ধান করবে, পানির সন্ধান করবেনা।

৩. **প্রেষিত আচরণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে:** যে অভাব থেকে প্রেষণার সৃষ্টি হয়েছে তা যদি পুরণ করতে দীর্ঘ সময়েরও প্রয়োজন হয় তবুও মানুষ ধৈর্যের সাথে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকবে।

প্রেষণা ও মনোযোগ

প্রেষণা ও মনোযোগ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মনোযোগ ছাড়া যেমন প্রেষণা সৃষ্টি হয়না তেমনি প্রেষণা না হলে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়না। আমরা যখন কোন বস্তু বা ঘটনাকে গভীর আগ্রহ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করি তখন ঐ বস্তু বা ঘটনাটিই আমাদের চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে এই অবস্থাকেই মনোযোগ বলে। আমাদের চার পাশে অসংখ্য বস্তু অবস্থান করছে ও বিভিন্ন ঘটনা ঘটে যাচ্ছে কিন্তু আমরা সবগুলির প্রতি একসাথে মনোযোগ দেই না। আমদের মনোযোগ কেবল কোন একটি বস্তু বা ঘটনার প্রতি নিবদ্ধ থাকে। অতএব কেবল একটি বিষয়কে আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে বাকীগুলিকে পরিহার করি অর্থাৎ মনোযোগর বাইরে রাখি। কারো পক্ষেই একাদিক্রমে একাধিক বিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ করা সম্ভব নয় বরং অনবরতই মনোযোগ তার অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকে।

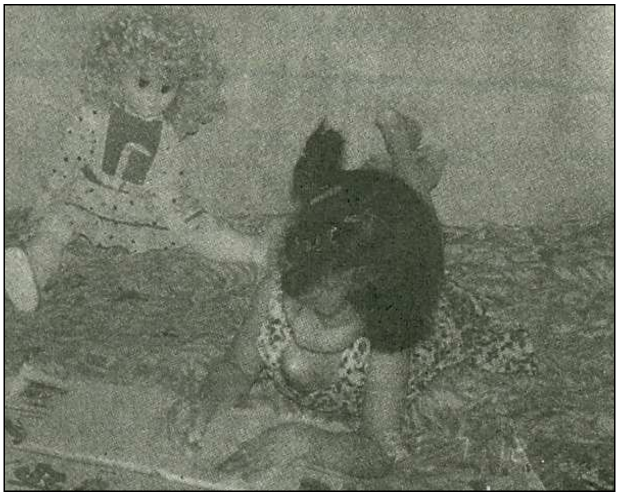

চিত্র ৪.৬.১: পাঠে মনোযোগী হলে শিখন ত্বরান্বিত হয়।

নতুন কোন কিছু শেখার সময় আমরা গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ করেই তবে তা শিখি, প্রথম পর্যয়ে শেখার জন্য মনোযোগ একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। তবে বিষয়টি একবার শেখা হয়ে গেলে পরবর্তীতে গভীর মনোযোগের আর তেমন প্রয়োজন হয়না। যেমন যারা প্রথমে গণিত শিখে তারা অত্যন্ত গভীর মনোযোগের সাথে তা করে তবে অংক ভালমত শিখা হয়ে গেলে তার আর তেমন গভীর মনোযোগের প্রয়োজন হয়না। এবার সে অংক কষতে কষতে গানও শুনতে পারে, এতে তাদের কোন অসুবিধা হয়না। কারণ প্রথমে কিছু শিখতে যে মনোযোগ ও মনোনিবেশের প্রয়োজন হয় পরবর্তীতে সেটা শেখা হয়ে গেলে ঐ মনোযোগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে আসে তার জন্য আর পরিশ্রম করতে হয়না। প্রথম শ্রেণির শিশুরা পাঠের সময় যতটা মনোযোগ দিয়ে পাঠ করে উপরের শ্রেণিতে গিয়ে আর ততটা মনোযোগের দরকার হয়না, পাঠ স্বচ্ছন্দ গতিতেই এগিয়ে যায়।

মনে রাখতে হবে যে শিশুরা বা বয়স্করা কিছুতে মনোযোগ দেওয়ার আগে বিষয়বস্তু নির্বাচন করে তবেই তাতে মনোযোগ দেয়। সুতরাং মনোযোগের জন্য বিষয়বস্তু নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিতে কিভাবে শিশুদের এই মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় বা মনোযোগের বিষয়বস্তু নির্বাচনে সাহায্য করা যায় সে ব্যাপারে একজন শিক্ষক হিসাবে আপনাকে যত্নবান হতে হবে।

শ্রেণিতে শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আপনি নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারেন:

১. শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে পাঠ্য বিষয়ের প্রতি শিশুদের প্রেষণা সৃষ্টি করতে সহায়তা করুন এবং বিষয়টি কীভাবে শিশুদের উপকারে আসবে তা ভালভাবে বুঝিয়ে দিন,
২. অধিত বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য নানা রকম প্রশ্নের অবতারনা করতে পারেন, যেমন, “যদি এমন হয় তাহলে তোমরা কী করবে?”
৩. কোন বিষয় পড়াবার সময় আপনার কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন করুন বা নানারূপ অঙ্গভঙ্গি করুন যাতে শিক্ষার্থীরা ঘুরে ফিরে এদিকে তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করতে বাধ্য হয়,
৪. ঘন ঘন শ্রবণ-দর্শন উপকরণের পরিবর্তন (সম্ভাব্য ক্ষেত্রে) বা আপনার অবস্থান পরিবর্তন করে শিশুদের মনোযোগকে ধরে রাখতে চেষ্টা করুন,
৫. পাঠদানের সময় একাধিক মাধ্যম ব্যবহারের প্রতি যত্নবান হোন যেমন, দেখা, শোনা, ইত্যাদি,
৬. আপনার বিশেষ কোন মুদ্রাদোষ থাকলে (অর্থাৎ বার বার একই ধরণের শব্দ বা ভঙ্গিমা ব্যবহারের প্রবণতা) তা অবশ্যই পরিহার করুন,
৭. শ্রেণিতে শিক্ষাদানের সময় শিশুর দৃষ্টি সীমার মধ্যে অন্য আকর্ষণীয় কোন উপাদান থাকলে তা সরিয়ে রাখুন,
৮. শ্রেণিতে বসার সময় শিশুদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দূরত্ব রক্ষা করুন তা না হলে তারা সবসময় নিজেদের মধ্যে নানাবিধ সমস্যা তৈরি করতে থাকবে।

সারমর্মঃ

প্রেষণা মানুষের এমন একটি অবস্থাকে বুঝায় যা মানুষকে কোন আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে ঐ কাজে নিয়োজিত রাখে। সাধারণত কোন কিছুর অভাববোধ থেকেই প্রেষণার সৃষ্টি হয় এবং ব্যক্তির মধ্যকার একরকম তাড়না তাকে ঐ অভাব পূরণের দিকে ধাবিত করে। প্রেষিত আচরণের কতগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন- ব্যক্তিগত চাহিদা, উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রেষণা এবং প্রয়োজনানুপাতিক স্থায়িত্ব। এই প্রেষণার সাথে মনোযোগের একটি সম্পর্ক রয়েছে। মনোযোগ ছাড়া যেমন প্রেষণা সৃষ্টি হয় না তেমনি প্রেষণা না হলে মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। মনোযোগ হলো কোন বস্তু বা ঘটনার সম্পর্কিত অনুভূতি চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করা। কোন নতুন জিনিস শিখার জন্য প্রথমাবস্থায় মনোযোগ আবশ্যক তবে বিষয়টি একবার শিখা হয়ে গেলে গভীর মনোযোগ ছাড়াও তা করা যায়। শ্রেণিতে শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য শিক্ষক বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে পারেন। যেমন- প্রথমেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা, পাঠের সময় প্রশ্নের অবতারণা করা, শ্রবণ-দর্শন উপকরণ ব্যবহার, স্বরের উত্থান-পতন ইত্যাদি।

পাঠ ৪.৭

প্রেষণার শ্রেণিবিভাগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রেষণার শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করতে পারবেন;
- শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণা কী ভূমিকা রাখে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- কৃতি প্রেষণা বলতে কী বুঝায় এবং শিশুদের মধ্যে কীভাবে তা সৃষ্টি করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

পূর্ববর্তী পাঠ থেকে আমরা জেনেছি যে প্রেষণা একটি মনোবৈজ্ঞানিক ধারণা। আঙ্গুল দিয়ে কারো প্রেষণাকে দেখানো যায়না বরং প্রেষণার ফলে যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে কোন আচরণের সৃষ্টি হয় তবেই বোঝা যায় যে ঐ ব্যক্তি প্রেষিত আচরণ করছে। একইভাবে প্রেষণার শ্রেণিবিভাগের ব্যাপারেও মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে। প্রেষণার ধরণ, বৈচিত্র বা প্রকৃতি অনুযায়ী এটাকে নানাভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন প্রকৃতি অনুযায়ী মনোবিজ্ঞানীরা প্রেষণাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন, যথা: জৈবিক প্রেষণা ও সামাজিক প্রেষণা। আবার শিক্ষামূলক আচরণের ক্ষেত্রে প্ররোচনার দৃষ্টিকোন থেকে প্রেষণাকে অন্য দুই ভাগেও বিভক্ত করা হয়েছে, যেমন: অন্তর্নিহিত প্রেষণা ও বাহ্যিক প্রেষণা। নিচে এই প্রেষণাগুলি পৃথকভাবে আলোচনা করা হল।

জৈবিক প্রেষণা

যে প্রেষণাগুলো প্রাণীর জীবন ধারণে সহায়তা করে অর্থাৎ তাকে বাচিয়ে রাখে সেগুলিকেই জৈবিক প্রেষণা বলে। যেমন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, কাম প্রবৃত্তি ইত্যাদি। জৈবিক প্রেষণা প্রাণীর আচার আচরণ ও কর্মপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেহেতু এই প্রেষণাগুলো জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য এবং জন্মগতভাবেই প্রাণী এসব অর্জন করে তাই এগুলিকে মুখ্য বা সহজাত প্রেষণাও বলা হয়ে থাকে। ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে জৈবিক প্রেষণাগুলো সহজ ও অবিকৃতভাবে প্রকাশিত হয় কিন্তু সমাজ, সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে মানুষের বেলায় এসব প্রেষণা নিয়ন্ত্রিত ও ভদ্র রূপে প্রকাশ পায়। তবে কখনো কখনো আবার কোন জৈবিক প্রেষণা মানুষের মধ্যে বিকৃতভাবেও প্রকাশিত হতে পারে।

সামাজিক প্রেষণা

সমাজে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের মধ্যে এমন কতগুলো চাহিদা সৃষ্টি হয় যা তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি এনে দেয়। কতক সামাজিক প্রেষণা আছে যেগুলি আপাতত দৃষ্টিতে সহজাত মনে হলেও সেগুলো প্রধানত শিক্ষালব্ধ ও সামাজিক। যেমন- কৃতিত্ব, প্রভাব, প্রতিপত্তি, খ্যাতি, স্বাধিকার, আনুগত্য, দলভূক্তি, মর্যাদা লাভ ইত্যাদি সামাজিক প্রেষণার উদাহরণ। জৈবিক প্রেষণার মত সামাজিক প্রেষণার কোন শারীরিক ভিত্তি নেই তবে সমাজ, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক পটভূমির প্রেক্ষিতে মানুষের মধ্যে এগুলোর বিকাশ ঘটে। সামাজিক প্রেষণা জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য না হলেও মানুষের কাজকর্ম ও জীবন ধারণের সাথে এগুলোর ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। প্রাণীর বিভিন্ন

আচরণের তাৎপর্য বুঝতে হলে জৈবিক প্রেষণার পাশাপাশি সামাজিক প্রেষণা সম্পর্কেও সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার।

অন্তর্নিহিত প্রেষণা

জৈবিক বা সামাজিক কারণ ছাড়াও মানুষের অন্তস্থ কিছু চাহিদা পুরণের জন্যও প্রেষণার সৃষ্টি হয়ে থাকে, এ ধরণের প্রেষণাকে অন্তর্নিহিত প্রেষণা বলা হয়। যেমন, কখনো কখনো খেলতে বসলে বা পড়তে বসলে আমরা সে কাজে এতই মেতে থাকি যে খাওয়ার কথাও ভুলে যাই। এখানে খেলা বা পড়ার প্রতি যে আকর্ষণ তা এক ধরণের অন্তর্নিহিত প্রেষণা। আগ্রহ, উৎসাহ, কোন কাজে তৃপ্তি ইত্যাদি অন্তর্নিহিত প্রেষণার উদাহরণ।

বাহ্যিক প্রেষণা

আমাদের সবার মধ্যেই প্রচুর পরিমানে জৈবিক ও সামাজিক চাহিদা রয়েছে যার প্রেক্ষিতে আমরা বিভিন্ন আচরণ করে থাকি। আমাদের চারিপাশে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যেগুলি উপরোক্ত চাহিদা পুরণে বিশেষ সহায়তা করে যেমন, খাদ্য, বস্ত্র, পদমর্যদা বা পারিতোষিক কিছু বস্তু সামগ্রি ইত্যাদি। এসব উপাদান প্রাপ্তির আশায় মানুষের মধ্যে যে প্রেষণা সৃষ্টি হয় তাই হল বাহ্যিক প্রেষণা।

শিখনে প্রেষণার ভূমিকা

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণার বিরাট ভূমিকা রয়েছে। মনোবিজ্ঞানীরা প্রেষণার ভূমিকাকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যেমন, প্রেষণা:

(ক) শিক্ষামূলক আচরণে শক্তি যোগায়।
(খ) শিক্ষামূলক আচরণ নির্বাচন ও নির্ধারণ করে।
(গ) শিক্ষামূলক আচরণের গতিপথ নির্ণয় করে।

প্রেষণা শিক্ষামূলক আচরণে শক্তি যোগায়: শিক্ষা অর্জনের জন্যও মানসিক শক্তি ও উদ্যমের প্রয়োজন। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু অর্জনের জন্য অন্তর্নিহিত ও বাহ্যিক প্রেষণাগুলিকে কাজে লাগিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে এই উদ্যম ও শক্তির সঞ্চার করি। যে সব শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এই প্রেষণাগুলি দুর্বল বা নিচু স্তরে থাকে তারা শিক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসিন হয়।

প্রেষণা শিক্ষামূলক আচরণ নির্বাচন ও নির্ধারণ করে: ব্যক্তি শিক্ষা ক্ষেত্রে কী ধরণের আচরণ করবে তাও বহুলাংশে নির্ভর করে প্রেষণার গুনগত মানের উপর। যেমন, ব্যক্তির মধ্যে যদি বিশেষ কোন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় তবে যে কোন উপায়েই হোক না কেন সে ঐ বিষয় অর্জনের দিকেই ধাবিত হবে। প্রেষণামূলক নির্বাচনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে, ব্যক্তি তার চাহিদার তৃপ্তির জন্য নানা রকম আচরণ করে এবং শেষ পর্যন্ত যে আচরণটি করে তার চাহিদা মিটে শুধু সেই আচরণটিই সে ভাল করে শিখে, বাকী আচরণগুলি আর শিখতে চেষ্টা করেনা।

প্রেষণা শিক্ষামূলক আচরণের গতিপথ নির্ণয় করে: প্রেষণার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তির আচরণকে সঠিক লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করা। বিচ্ছিন্নভাবে আচরণ করলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে

পৌছানো সম্ভব হয়না। যেমন- কেউ যদি পরীক্ষায় ভাল ফল করতে চায় তবে তাকে নিয়মিতভাবে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে হবে এবং সেই সাথে শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ রেখে সঠিকভাবে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

কৃতি প্রেষণা

কোন কাজে কৃতিত্ব অর্জন করার জন্য যে আগ্রহ বা গরজ দেখা যায় তাই হল কৃতি প্রেষণা (Achievement Motivation)। সব শিশুর মধ্যেই ব্যর্থতা পরিহার করে সাফল্য অর্জন করার এক অনবদ্য প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় কিন্তু প্রয়োজনীয় সামর্থ ও প্রেষণার অভাবের কারণে সবার পক্ষে এক রকম সাফল্য বা কৃতিত্ব অর্জন সম্ভব হয়ে উঠেনা। বিভিন্ন কারণে ব্যক্তির মধ্যে এই প্রেষণা সৃষ্টি হয়। যেমন, নানারকম প্ররোচক, পুরস্কার বা শাস্তি, প্রতিযোগিতার ইচ্ছা, অর্জিত সাফল্য বা ব্যর্থতা ইত্যাদি। যেহেতু চাহিদাই প্রেষণা সৃষ্টির পূর্ব শর্ত তাই শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণির চাহিদা সৃষ্টির জন্য শিক্ষকগণ নানাবিধ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে পারেন। যেমন:

- কঠিন সমস্যা সমাধানের জন্য শিশুদের কিছুটা বাড়তি সময় কোচিং দিতে পারেন,
- শিক্ষাদানের জন্য শ্রেণিতে নিরাপদ মানসিক পরিবেশ গড়ে তুলে শিশুদের আগ্রহ বাড়াতে পারেন,
- শিশুদের ভুল-ক্রটির সমালোচনা না করে সেগুলিকে আয়ত্ব করতে সহায়তা করতে পারেন,
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলবদ্ধতার চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে পাঠদানের সময় তাদের ক্ষুদ্র দলে ভাগ করে শেখার সুযোগ করে দিতে পারেন।

শিশুদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তোলার জন্য যদি উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি যথার্থভাবে অবলম্বন করা যায় তবে শিশুর কাছে শিক্ষা গ্রহণ অত্যন্ত অর্থপুর্ণ হয়ে ধরা দিবে। শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে তারা আত্মতৃপ্তি লাভ করবে। বাহ্যিক উপাদানের আকাঙ্খা বর্জিত এই প্রেষণাই হল কৃতি প্রেষণা।

এখন প্রশ্ন হল যে কীভাবে শিশুর মধ্যে এই কৃতি প্রেষণা সৃষ্টি করা যায়। নিচে এরূপ কতগুলো উপায় বর্ণনা করা হল:

১. শিশুদের মধ্যে কৃতি প্রেষণার সৃষ্টির অন্যতম একটি উৎস হল তার পারিবারিক ঐতিহ্য।
২. অধিক প্রতিযোগিতা ও সাফল্যের মনোভাব তৈরি করার মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে কৃতি প্রেষণা সৃষ্টি করা যায়।
৩. শিশুদের ব্যর্থতাকে গুরুত্ব না দিয়ে তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টাকে প্রাধান্য দিলে অধিক কৃতি প্রেষণার সৃষ্টি হয়।
৪. যেসব শিশু নিজেদের কৃতিত্ব দ্বারা পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে তাদের মধ্যে অধিক কৃতি প্রেষণার সৃষ্টি হয়।

সারমর্ম:
প্রেষণাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, জৈবিক ও সামাজিক। জৈবিক প্রেষণা হল যা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে তাই। যেমন- কৃতিত্ব, প্রভাব, প্রতিপত্তি, দলভূক্তি, স্বাধীকার ইত্যাদি। এছাড়া প্রেষণার উৎস অনুযায়ী একে অন্তর্নিহিত বা বাহ্যিক এই দুই ভাবেও ভাগ করা যায়। প্রেষণা মানুষের আচরণে শক্তি যোগায়, তার শিক্ষামূলক আচরণ নির্ধারণ করে এবং আচরণের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের যে প্রেষণা শিক্ষামূলক কৃত্বি অর্জনের জন্য দায়ী তাকে কৃতি প্রেষণা বলে।

পাঠ ৪.৮

বিদ্যালয়ে প্রেষণার প্রয়োগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিদ্যালয়ের বাস্তব পরিবেশে কীভাবে প্রেষণাকে ব্যবহার করবেন তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষিত আচরণ সৃষ্টির ধাপগুলি উল্লেখ করতে পারবেন।

লেখাপড়ার গরজ সৃষ্টি

ক্লাসে গিয়ে শিক্ষক দেখলেন যে হাফিজ খুব মনোযোগ দিয়ে কি যেন পড়ছে, শিক্ষক যে ক্লাসে এসেছেন সে দিকে তার মোটেও নজর নেই। শিক্ষক তাঁর খাতাপত্র রেখে হাফিজের নিকট গেলেন এবং দেখলেন সে একটি গল্পের বই পড়ছে। শিক্ষক তার নাম ধরে ডাকতেই হাফিজ লাফিয়ে উঠে বই বন্ধ করে দাড়ালো। এখানে হাফিজের গল্পের বইয়ের প্রতি এত আগ্রহ কোথা থেকে এলো? সে অনেক সময় বাড়ি থেকে পড়া শিখে আসেনা কিন্তু গল্পের বই পেলে তা নিশ্বাস বন্ধ করে পড়তে থাকে। আসলে সে গল্পের বই যত ভালবাসে অন্য বই ততটা পছন্দ করেনা। গল্পের বইয়ের প্রতি হাফিজের এই আগ্রহ হল এক প্রকার মানসিক আকর্ষণ যাকে মনোবিজ্ঞানীরা বলেন প্রেষণা বা গরজ।

প্রেষণা ছাড়া মানুষ কোন কাজই করেনা বা শিখতে চায়না। পড়ালেখা, খেলাধূলা বা অন্য কোন কাজ করার আগে সে ব্যাপারে প্রেষণা সৃষ্টি হতে হবে। শিশুদের যদি আমরা ভালভাবে শিক্ষা দিতে চাই তবে তাদের মধ্যে উপযুক্ত প্রেষণা তৈরি করতে হবে। কথাটা যত সহজে বলা গেল কাজটি কিন্তু ততটা সহজ নয়। নিচে শিশুদের মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টির কিছু উপায় বর্ণনা করা হল:

- ব্যক্তির মধ্যে যখন কোন কিছুর অভাব সৃষ্টি হয় তখনই তা পাওয়ার জন্য প্রেষণা তৈরি হয়।
- ব্যক্তি যদি তার অভাবটি পূরণ করতে চায় তখন তা করার জন্য তার মধ্যে মানসিক শক্তি বা আকাঙ্খার সঞ্চার হয়।
- সে কিভাবে অভাব বা শুন্যতা পূরণ করবে সে ব্যাপারে তার মধ্যে একটি ধারণা তৈরি হয়।
- অতঃপর ব্যক্তি ঐ অভাব পূরণের চেষ্টা চালায় এবং যতক্ষণ সে তৃপ্ত না হয় ততক্ষণ সে ঐ কাজ করে যেতে থাকে এবং অবশেষে লক্ষ্যে উপণীত হয়।
- অভাব পূরণ হওয়ার পর প্রেষণার পরিসমাপ্তি হয়।

শিশুদের মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টির বিভিন্ন উপায় রয়েছে। এগুলির মধ্যে বলবর্ধকের ব্যবহার, আগ্রহের সৃষ্টি, অথবা বাহ্যিক চাপ প্রয়োগ করে প্রেষণা সৃষ্টি করা যায়। মানুষ বা প্রাণীর অধিকাংশ প্রেষণার মূলেই থাকে মানুষের জৈবিক চাহিদা যেমন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি। যেসব কাজ করে আমরা এই চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারি সেগুলির জন্যই প্রেষণা সৃষ্টি হয়। শিখনের জন্য এসব উপাদানগুলি বলবর্ধক হিসাবে কাজ করে। বলবর্ধকের উপর নির্ভর করে মানুষের মধ্যে দুই ধরণের প্রেষণা কাজ করে যেমন অন্তস্থ প্রেষণা ও বহিঃস্থ প্রেষণা। ব্যক্তি নিজের মনের ইচ্ছা বা আকাঙ্খা পূরণের জন্য যখন কোন কাজ করে এবং এই কাজের পিছনে যে শক্তি থাকে তাকে বলে অন্তস্থ প্রেষণা। অপর

দিকে কাজ করে যদি কারো কাছ থেকে লাভজনক কিছু (পুরস্কার) পাওয়া যায় তখন ব্যক্তি তা পাওয়ার জন্য যে মানসিক শক্তি নিয়ে কাজ করবে তাই হলো বহিঃস্থ প্রেষণা। এই দু' প্রকার প্রেষণাই শিশুদের সক্রিয়ভাবে কার্যকর রয়েছে। যেসব শিশুরা মেধা ও দক্ষতার ক্ষেত্রে দুর্বল তারা সাধারণত বহিঃস্থ প্রেষণা দ্বারা তাড়িত হয় অপর দিকে মেধাবী ও আত্মপ্রত্যয়ী শিশুরা সাধারণত অন্তস্থ প্রেষণা দ্বারা তাড়িত হয়।

প্রেষণা সৃষ্টির পেছনে আরো দুটি উপাদান রয়েছে, যেমন স্থায়ী ও অস্থায়ী উপাদান এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য ও অনিয়ন্ত্রণযোগ্য উপাদান। শিশুরা যখন নিজেদের মধ্যে কোন স্থায়ী উপাদান আবিষ্কার করতে পারবে তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা নিজের কাজের উপর আস্থা খুঁজে পাবে এবং ভবিষ্যতে আরো ভালো করার প্রত্যাশা করবে। কিন্তু যদি কোন ক্ষমতাকে আকস্মিক ও কাকতালীয় বলে মনে করে তবে সে ধরণের কাজের জন্য কোন প্রেষণা লাভ করবেনা। অপর দিকে শিশুরা যদি নিজের কোন দক্ষতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে তবেই তার পক্ষে নিজের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করা সহজ হবে। যে তত্ত্বে প্রেষণার এ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তাকে বলে প্রেষণার আরোপন মতবাদ (Attribution Theory)।

আরোপন তত্ত্ব প্রয়োগ করে শিশুদের প্রেষণা সৃষ্টি করতে হলে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা যায়:

১. যারা দুর্বল তাদের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমানে বলবর্ধক প্রয়োগ করতে হবে,

২. নিজের ব্যর্থতার জন্য যারা অন্যকে দায়ী করে তাদের অন্তস্থ ক্ষমতা চিহ্নিত করতে সহায়তা করতে হবে যাতে তারা সে দিকে মনোযোগ দিতে পারে,

৩. যারা ভাগ্যবাদি তাদের প্রেষণা সৃষ্টির কাজে অধিক সাহায্য প্রয়োজন। এই ধরণের ব্যক্তিদের তাদের অন্তস্থ ক্ষমতা অনুধাবন করতে সহায়তা করতে হবে,

৪. যারা পরিবেশের উপাদান ও ভাগ্যকে অনিয়ন্ত্রণযোগ্য মনে করে তাদের প্রেষণা তুলনামূলকভাবে কম হয় সুতরাং তাদের বেলায় নিজের অন্তস্থ ক্ষমতায় আস্থা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য দরকার,

৫. মেধাবী ও মনোযোগী শিশুদের প্রেষণাকে আরো বাড়িয়ে তোলার জন্য তাদের কঠিনতর সমস্যা দিয়ে চেষ্টা করতে হবে এবং তাদের অর্জিত সাফল্যকে যথাসাধ্য পুরস্কৃত করতে হবে।

সারমর্ম:

প্রেষণা ছাড়া মানুষ কোন কাজ করতে চায় না তাই তাকে দিয়ে কিছু করাতে চাইলে তার মধ্যে কাজের জন্য প্রেষণা তৈরি করতে হবে। শিশুর মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টির বিভিন্ন উপায় রয়েছে, যেমন- বলবর্ধকের ব্যবহার, আগ্রহের সৃষ্টি, চাপ প্রয়োগ ইত্যাদি। নিজের মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টির স্থায়ী ও অস্থায়ী দুটি উপাদানও রয়েছে। যখন শিশুরা নিজের মধ্যে স্থায়ী উপাদান খুঁজে পাবে তখন তারা নিজের কাজে আস্থা পাবে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন: ইউনিট ৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. নিচের কোনটি অনুভূতিমূলক শিখন?
(ক) কবিতা মুখস্থ করা
(খ) ফুল ভালবাসতে শিখা
(গ) বল খেলা শিখা
(ঘ) অংক কষতে শিখা।

২. কোন প্রকার শিখনে আগে প্রতিক্রিয়া ও পরে উদ্দীপক আসে?
(ক) প্রতিক্রিয়া
(খ) বলবর্ধন
(গ) শিখন
(ঘ) অনুবর্তন।

৩. কোন প্রকার শিখনে আগে প্রতিক্রিয়া ও পরে উদ্দীপক আসে?
(ক) অনুবর্তনমূলক শিখনে
(খ) করণ শিখনে
(গ) প্রত্যক্ষণমূলক শিখনে
(ঘ) পর্যবেক্ষণমূলক শিখনে।

৪. কোন ধরনের শিখনে মানুষের জন্য কোন অনুশীলন বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না?
(ক) করণ শিখনে
(খ) অনুবর্তনমূলক শিখনে
(গ) পরিহারমূলক শিখনে
(ঘ) পর্যবেক্ষণমূলক শিখনে।

৫. অনুবর্তনমূলক শিখন কোনটি?
(ক) শ্রেণিতে শিক্ষককে দেখে দাঁড়ানো
(খ) শিক্ষকের প্রশ্ন শুনে চুপ করে থাকা
(গ) অবসর সময়ে মনে মনে চিন্তা করা
(ঘ) গুণ গুণ করে কবিতা মুখস্থ বলা।

৬. যে শিক্ষক মুখস্থ বিদ্যার উপর বেশি জোর দেন তাঁর ছাত্ররা ....শিখনের ক্ষেত্রে দুর্বল হয়। এখানে শুন্যস্থানে নিচের কোন শব্দটি বসবে?
(ক) অনুবর্তনমূলক
(খ) পর্যবেক্ষণমূলক
(গ) প্রত্যক্ষণমূলক
(ঘ) করণ।

৭. শিখন পরিস্থিতিতে যে উপাদান ব্যবহার করে কোন আচরণকে শক্তিশালী করা যায় তাকে কী বলে?
(ক) বলকারক
(খ) বলবর্ধক
(গ) উৎসাহ
(ঘ) ঘণ্টা।

৮. সাধারণত কোন ধরনের শাস্তি শ্রেণিতে অধিক কার্যকর?
(ক) ঋণাত্মক বলবর্ধকের মাধ্যমে শাস্তি
(খ) অপরাধমূলক আচরণের জন্য মারধর করে
(গ) অপরাধের জন্য শ্রেণিতে দাড় করিয়ে রেখে
(ঘ) অপরাধমূলক আচরণ অবজ্ঞা করে।

৯. মানুষের মধ্যে এমন একটি শক্তি বা অবস্থা রয়েছে যা তাকে কোন আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এই শক্তিকে কী বলে?
(ক) প্রেরণা
(খ) প্রেষণা
(গ) তাড়না
(ঘ) চাহিদা।

১০. চাহিদা→ তাড়না→ .... →আচরণ → লক্ষ্য অর্জন। এই চেইনের শুন্যস্থানে কী হবে?
(ক) প্রেষণা
(খ) প্রেরণা
(গ) উদ্দেশ্য
(ঘ) উদ্দীপক।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণিতে শিশুদের মনোযোগ বৃদ্ধির জন্য আপনি কী কী কাজ করবেন? নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।

২. শিশু মনের অপ্রত্যাশিত প্রেষণা দূর করার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়? ক্ষুদ্র দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১

১. শিখন বলতে কী বুঝেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২. শিখনকে প্রধানত কত ভাগে ভাগ করা যায়, উদাহরণ সহ নাম উল্লেখ করুন।

৩. শিখনের সহায়ক উপাদানগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২

১. শিখনকে প্রধানত কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে এবং কী কী?

২. অনুবর্তনমূলক শিখন ও করণ শিখনের মধ্যে তূনলামূলক আলোচনা করুন।

৩. আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষায় প্রত্যক্ষনমূলক শিখন কিভাবে সম্পাদিত হয় বর্ণনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩

১. অনুবর্তনমূলক ও প্রত্যক্ষনমূলক শিখন বলতে কী বুঝায়?

২. করণ শিখন কোথায় ব্যবহার করা যায়?

৩. শিক্ষা ক্ষেত্রে করণ শিখন ও পর্যবেক্ষণমূলক শিখনের ব্যবহার আলোচনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪

১. বলবর্ধক বলতে কী বুঝায়? এই বলবর্ধক কত প্রকার ও কি কি?

২. কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বলবর্ধন করা যায়, তার কিছু নমুনা বর্ণনা করুন।

৩. নিচের কোনগুলো ধনাত্বক ও ঋণাত্বক বলবর্ধক তা চিহ্নিত করুন:

পরীক্ষার নম্বর দেওয়া, শিক্ষকের বকুনি দেওয়া, বছরের শেষে পুরস্কার দেওয়া, সপ্তাহের শেষে বেড়াতে নেওয়া, বাগান করা, বেশি বেশি বাড়ির কাজ দেওয়া এবং প্রধান শিক্ষকের কক্ষে তলব করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫

১. শ্রেণিতে শাস্তি প্রদানের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

২. কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুদের শাস্তি দেওয়া যায় বলে আপনি মনে করেন?

৩. কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে শাস্তি প্রদান ছাড়াই শিক্ষায় সুফল পাওয়া যেতে পারে?

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৬

১. প্রেষণা বলতে আপনি কী বুঝেন সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২. প্রেষিত আচরণের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

৩. মনোযোগ কী? এর সাথে প্রেষণার সম্পর্ক বর্ণনা করুন।

৪. শ্রেণিতে শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আপনি কী করতে পারেন?

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৭

১. প্রেষণাকে প্রধানত কয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় এবং কী কী?

২. জৈবিক ও সামাজিক প্রেষণার মধ্যে কোন প্রেষণাটি অধিক শক্তিশালী, কেন?

৩. শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেষণা কীভাবে অবদান রাখে, আলোচনা করুন।

৪. কৃতি প্রেষণা বলতে কী বুঝায়, শিশুদের মধ্যে কীভাবে এই প্রেষণা সৃষ্টি করা যায়?

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৮

১. শ্রেণিতে প্রেষণাকে কীভাবে কাজে লাগাবেন তা আলোচনা করুন।

২. শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষার প্রতি প্রেষিত আচরণ সৃষ্টির জন্য আপনি কী পদক্ষেপ নিবেন?

উত্তরমালা: ইউনিট ৪

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১। খ; ২। ঘ; ৩। খ; ৪। ঘ; ৫। ক; ৬। গ; ৭। খ; ৮। ক; ৯। খ; ১০। গ;